CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 20 August, 2024 ■ আগরতলা ২০ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৩ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ব্যাহত জনজীবন, দুই জেলায় কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। আগামী দুইদিন ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এদিকে, আজ সকাল থেকে ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত উত্তর ত্রিপুরা জেলার নতুনবাজারে ৭৩.২ এমএম এবং সর্বনিম্ন খোয়াই ৩.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টায় সিপাহীজলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কমলা সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের সব জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ দুপুর পর্যন্ত আগরতলায় ৯.৯ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিনগরে ৫ এমএম, বোধজংনগরে ৮ এমএম, ডিএম অফিসে ১২ এমএম, সচিবালয়ে ৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ৩৬ এমএম, বিশ্রামগঞ্জে ১৭.৪ এমএম, গজারিয়ায় ২২ এমএম এবং সোনামুড়ার মোহনবাগ ৪১ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। খোয়াই জেলায় ৩.৪ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ১৫ এমএম, গোমতী জেলায় উদয়পুরে ১৪.২ এমএম, অমরপুরে ৩০.২ এমএম, করবুকে ১২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৫৪.২ এমএম, সাব্রুমে ৫৯ এমএম, বাগাফা ৫৬.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ১৮ এমএম, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাখি বন্ধন উৎসবে অংশ নিয়ে

বোনদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব স্মরনের অনুষ্ঠান ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রাখি উৎসবকে "ভাই-বোনের অপরিসীম ভালবাসার উৎসব" বলে উল্লেখ করে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই উৎসব আগামীদিনে এই সম্পর্কের মধ্যে আরো মাধুর্য্য, সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য নিয়ে আসবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাখি বন্ধন শুধুমাত্র কোনো উৎসব নয়। এই উৎসব মনে করিয়ে দেয় যে, ভগ্নিদের সুরক্ষা দেওয়ার ও তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা ভাইয়েদের দায়িত্ব"।

আজ আগরতলায় রাজভবনে রাখিপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'সেনাদের জন্য রাখি' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ও ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দিরের ছাত্রীরা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারীর বোনেরা রাজ্যপাল এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী তিথি দেববর্মন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর হাতে রাখি পরিয়ে দেন।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন, এমন এক সময়ের মধ্যে দিয়ে সমাজ যাচ্ছে যেখানে মহিলাদের সুরক্ষা ক্রমশ উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে, যেখানে মহিলাদের উপর নৃশংস হামলা, হয়রানি ও বৈষম্যের ঘটনা যেন সাধারণ খবর হয়ে উঠেছে। অসহনশীলতা, অসাম্য ও অবিচার সমাজের মূল কাঠামোকেই হুমকির মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। তিনি জনগণকে এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানান, যেখানে মহিলারা ভয় ছাড়াই বাঁচতে পারবেন, উন্নতি করতে পারবেন এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারবেন। তিনি নারীদের প্রতি মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে আচরণ করার জন্য সমাজের প্রতি আহ্বান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজ্যে প্রথমবার এনইসির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পৌরোহিত্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের(এনইসি) ওই বৈঠক ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথমবারের জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওই বৈঠকে ত্রিপুরা সহ সাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যপালরা উপস্থিত থাকবেন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ৩১ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর দুদিনের ওই বৈঠকে ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও উপস্থিত থাকবেন।

ফের ৭ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। ফের ৭ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ।

বিএসএফ হেডকোয়ার্টার এর তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে সোমবার মধ্যরাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিধাই থানাধীন হারনাখোলা এলাকায় সাতজন বাংলাদেশী নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে। তখন সীমান্তে অবস্থানরত বিএসএফ জওয়ানরা তাদের আটক করতে সমর্থ্য হয়। তাদের মধ্যে ২ জন বাংলাদেশী নাগরিক মৌলভীবাজার জেলার বাসিন্দা এবং একজন মহিলা ও শিশু সহ ৫ জন বাংলাদেশী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশী দেড় লাখ টাকা ও ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে।

নারী নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় আইনের শাসন বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই সঙ্গে হিংসা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সোমবার আগরতলায় নিজ সরকারি বাসভবনে রাখি পূর্ণিমা উৎসবে অংশগ্রহণ করে এই গুরুত্ব তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ রাখির এই পবিত্র দিনে প্রতি বছরের মতো বোনেরা রাখি পরাতে এসেছেন। আমাদের বোনদের যত্ন নেওয়া এবং তাদের সুরক্ষা ও সুস্থতা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারীরা এখন শুধু গৃহস্থালির কাজেই নিয়োজিত নয়, তারা ঘরের বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এজন্য আমাদের অবশ্যই তাদের সুরক্ষা তথা নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আজ এখানে একসঙ্গে অনেক বোনকে পেয়ে আমি সত্যিই খুশি।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় আইনের শাসন বজায় রাখতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করে চলছে। যদিও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার ক্ষেত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গুতে যুবকের মৃত্যু, দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। ডেঙ্গু কেঁড়ে নিল তরতাজা যুবকের প্রাণ। ওই যুবকের অকাল প্রয়াণে শোকাহত পরিজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। বিশ্রামগঞ্জ বড় পঞ্চায়েতের মধ্যপাড়ার বাসিন্দা ধনুরঞ্জন বিশ্বাসের ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুতে তাঁর পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

মৃতের প্রতিবেশীর বক্তব্য, ধনুরঞ্জন গত ৩/৪দিন যাবত জ্বরে ভুগছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় বাংলাদেশী ট্যুরিস্ট ভিসায় বিধিনিষেধ উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তত্বাবধানে অস্থিরতা এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। ফলে, দীর্ঘদিন স্থগিত থাকার পর ট্যুরিস্ট ভিসায় আবারও বাংলাদেশী নাগরিকরা ভারতে আসতে শুরু করেছেন। গতকাল থেকে ত্রিপুরায় আগরতলা স্থল বন্দর দিয়ে প্রচুর বাংলাদেশী নাগরিক ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে এসেছেন।

প্রসঙ্গত, কোটা আন্দোলন ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। ওই আন্দোলনে প্রচুর ছাত্রছাত্রী প্রাণ হারিয়েছিলেন। তখনই বাংলাদেশে পাঠরত ভারতের শিক্ষার্থীদের ফেরত আনা হয়েছিল। অবশ্য, শেখ হাসিনার সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে ওই আন্দোলন থামলেও দেশে নির্বিচারে অত্যাচার চলেছে বহুদিন।

গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। এরপর থেকে বহু মানুষ খুন হয়েছেন। তখন থেকেই বাংলাদেশ সরকার কেবলমাত্র মেডিক্যাল ভিসা এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্য সমস্ত ভিসায় যাতায়াতে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল।

ড় ইউনিসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। ফলে, মেডিক্যাল ভিসা ছাড়াও ট্যুরিস্ট ভিসায় যাতায়াতে বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। গতকাল থেকেই বাংলাদেশী নাগরিকরা ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে আসছেন। অবশ্য, অস্থিরতা কিছুটা কমে যাওয়ার পর ভারতীয় নাগরিকরা অনেকদিন আগে থেকেই বাংলাদেশে যেতে শুরু করেছেন। বিয়ের মরশুম হওয়ায় অনেকের আত্মীয় বাংলাদেশে থাকায় ত্রিপুরা থেকে মানুষজন সে-দেশে গেছেন।

আর জি কর শাস্তির দাবিতে সরব এআইডিএসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। আর জি কর হাসপাতালের নরকীয় হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবি সহ সমগ্র দেশের ছাত্রী-মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধের প্রতিবাদে আজ এ আই ডি এস ও, এ আই এম এস এস,এ আই ডি ওয়াই ও যৌথ উদ্যোগে বটতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, নারীঘটিত যে কোন ঘটনায় যুক্ত অপরাধীর বিচার দ্রুত সম্পন্ন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং টিভি, সিনেমা ও সাহিত্যে অশ্লীল, যৌন উদ্দীপক সমস্ত বিজ্ঞাপন সম্প্রচার বন্ধ করা হোক।

দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলার সংকল্প ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। প্রত্যেক বছরের মত এবারও রাখি বন্ধনের বিশেষ দিনটিতে, বোনেদের থেকে রাখি পড়লেন সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে প্রায় দুই শতাধিক মহিলারা ধলেশ্বরস্থিত বাড়িতে গিয়ে এদিন শ্রী দেবকে রাখি পড়ান।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাখি বন্ধন মানেই ভাইয়ের কল্যাণে বোনের মঙ্গল প্রার্থনা। এই স্নেহ ও বড়দের আশীর্বাদ সর্বদাই সমস্ত প্রতিকূলতা ও অশুভ আঁধারকে কাটিয়ে আরও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে উজ্জীবিত করে। প্রসঙ্গ টেনে তিনি রাখি বন্ধন সূচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ভূমিকার বিষয়েও আলোকপাত করেন।তিনি আরও বলেন, মহিলাদের সুরক্ষা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহিলাদের সমাজের মূল স্রোতের সাথে মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তুলতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাগু করেন। ত্রিপরাতেও এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন, টিআরপিসির চেয়ারম্যান পাতাল কন্যা জমাতিয়া, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার, কর্পোরেটগন সহ আরও অনেকে উপস্থিত থেকে এই রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেছেন।

লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আমতলী থানার পুলিশ ও বিএসএফ। এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪ টি ব্রাউন সুগারের কৌটা, একটি মোবাইল এবং নগদ ৪০০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে বাড়ির মালিক কে আটক করা হয়েছে।

আমতলী এস ডি পি ও শংকর চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, গভীর রাতে গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে আমতলী থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মজয়ন্তীতে

মোদী ও শাহের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৬ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

আজ সকালে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। ত্রিপুরার উন্নয়নে তিনি অদম্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি দরিদ্র ও দুস্থদের ক্ষমতায়নের জন্য তাঁর

জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৬২ ▫ ২০ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ৩ ভাদ্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

দারিদ্র দূরীকরণে পথ দেখাইবে ভারত

দারিদ্র দূরীকরণে ভারত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই এইসব পদক্ষেপের সুফল ভোগ করিতে শুরু করিয়াছেন দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টেও তাহা উঠিয়া আসিয়াছে। ইহা আমাদের দেশ ভারতের জন্য অতীব গর্বের। জনগণকে দারিদ্র্যসীমার নিচ হইতে উপরে তুলিয়া আনিবার পরিকল্পনা দেশের সরকারকেই গ্রহণ করিতে হয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া এই সাফল্য কোনদিনই প্রত্যাশা করা যায় না। ভারত সরকারের নিচে বসবাসকারী জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাগত মান উন্নয়নের জন্য যেসব বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বাস্তবায়িত হইতে শুরু করিয়াছে। সেই সুবাদেই ভারত বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিশ্বে যে সকল দেশে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষ বসবাস করেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হিসেবে ভারতকেও পরিগণিত করা হইত। দিন যত এগিয়ে যাইতেছে ভারত ততই দারিদ্র দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইতেছে। রীতিমত বিশ্বকে পথ দেখাইতে শুরু করিয়াছে ভারত। আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের এবং মোদি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে রাষ্ট্রসংঘ।দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে যৌথভাবে অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। সেই রিপোর্টে রীতিমত চমক দেখা যাইতেছে ভারতে দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে। মাত্র কয়েক বছরে ভারত এইভাবে দারিদ্র দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইবে তাহা রীতিমতো অবিশ্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাও আবার কোভিড কালের মত দুর্বিসহ অবস্থাতেও।গত ১৫ বছরে দেশের দরিদ্র নাগরিকদের অর্ধেক নাগরিককে দারিদ্র সীমা থেকে বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে সরকার। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের আর্থিক উন্নতির জন্য সরকারের তরফ থেকে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত বলিয়াই দাবি করা

হইয়াছে রিপোর্টে। এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ আশাবাদী, সরকারি এমন সব প্রকল্পের হাত ধরিয়া আগামী দিনেও ভারত দেশে থাকা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করিতে সক্ষম হইবে।এই রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৯-২১ সাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে। রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে ভারতের দারিদ্রসীমা ৫৫.১ থেকে দাঁড়াইয়াছে ১৬.৪। অর্থাৎ হিসেব অনুযায়ী এই ১৫ বছরে দেশের সাড়ে ৪১ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার উপরে উঠিয়া আসিয়াছেন।'২০০৫ সালে দেশে ৬৪ কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করিতেন। কিন্তু ১৫ বছর পর এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়াছে ২৩ কোটি। যদিও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে, কোভিড অতিমারির সময় সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হবে তাহা হইলেও যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই ভারত এখন বিশ্বকে আশার আলো দেখাইতেছে। ভারত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ গুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করিতে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠিয়া সকলকে অগ্রসর হইতে হইবে। আহা হইলেই সার্বিক সাফল্য আসবে এবং দেশ গর্বের মুকুট পরিধান করিতে পারিবে।

দেশজুড়ে পালিত রাখি বন্ধন উৎসব, দেশবাসীকে শুভেচ্ছা বিনিময় প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): রাখি বন্ধন হিন্দুদের এক বিশেষ উৎসব যা শ্রাবণ মাসে পালিত হয়। রাখি বন্ধন উৎসব মূলত ভাই ও বোনের বন্ধন ও ভালবাসার সম্পর্ককে উৎসাহিত করার উৎসব। এই দিনটি একে অপরের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়ার দিন। এই দিন বোন বা দিদিরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি পরিয়ে ভালবাসা জানায় এবং জীবনভর দাদা বা ভাইয়েরা তাদের নিঃস্বার্থ ভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সোমবার সমগ্র দেশজুড়ে পালিত হয়েছে রাখি বন্ধন উৎসব।রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'ভাই ও বোনের মধ্যে অপরিসীম ভালবাসার প্রতীক এই রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই পবিত্র উৎসব আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে নতুন মাধুর্য্য এবং আপনাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য বয়ে আনুক।'

পবিত্র অমরনাথ যাত্রার সমাপ্তি, ৫-লক্ষাধিক ভক্তের দর্শন সম্পন্ন

জম্মু, ১৯ আগস্ট (হি.স.): নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন এই বছরের অমরনাথ যাত্রা। দক্ষিণ কাশ্মীরের শ্রী অমরনাথ গুহায় ভগবান শিবের পবিত্র ছড়ি মুবারক সোমবার সকালে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ৪৩ দিনের শ্রী অমরনাথ যাত্রার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল। পঞ্চতরণীতে রাত্রিবাসের পর মহন্ত দীপেন্দ্রগিরির নেতৃত্বে একদল সাধু এদিন সকালে পবিত্র ছড়ি মুবারক নিয়ে পৌঁছন। এই বছর ২৯ জুন থেকে অমরনাথ যাত্রার সূচনা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫ লক্ষাধিক ভক্ত পবিত্র গুহা দর্শন করেন। ভক্তরা অনন্তনাগে দীর্ঘতম পাহেলগাঁও যাত্রাপথ অথবা গান্ডেরওয়ালের খাড়াই বালতাল হয়ে পবিত্র গুহায় পৌঁছন। সূর্য্যোদয়ের ঠিক আগে ছড়ি মুবারকের পবিত্র গুহায় প্রবেশ করানো হয়। এরপর শুরু হয় পুজো পাঠ।

আর জি করে ভাঙচুরের দায়ে ধৃত বেড়ে ৩৭, আরও জোরালো হচ্ছে আন্দোলন

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে মোট ৩৭ জন। এমনটাই জানা গিয়েছে লালবাজার সূত্রে। আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে গত ১৪ আগস্ট মেয়েদের 'রাত দখল' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। আর জি কর হাসপাতাল চত্বরে সেই কর্মসূচি চলাকালীন এক দল দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভাঙচুর করা হয়। সেই ঘটনায় এখনও পর্য্যন্ত ৩৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিকে, নিজেদের দাবি না মেটা পর্য্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আর জি করের জুনিয়র ডাক্তাররা। দিন দিন আরও জোরালো হচ্ছে তাঁদের আন্দোলন।

চিরভাস্বর ভাস্কর

প্রতাপ সাহা

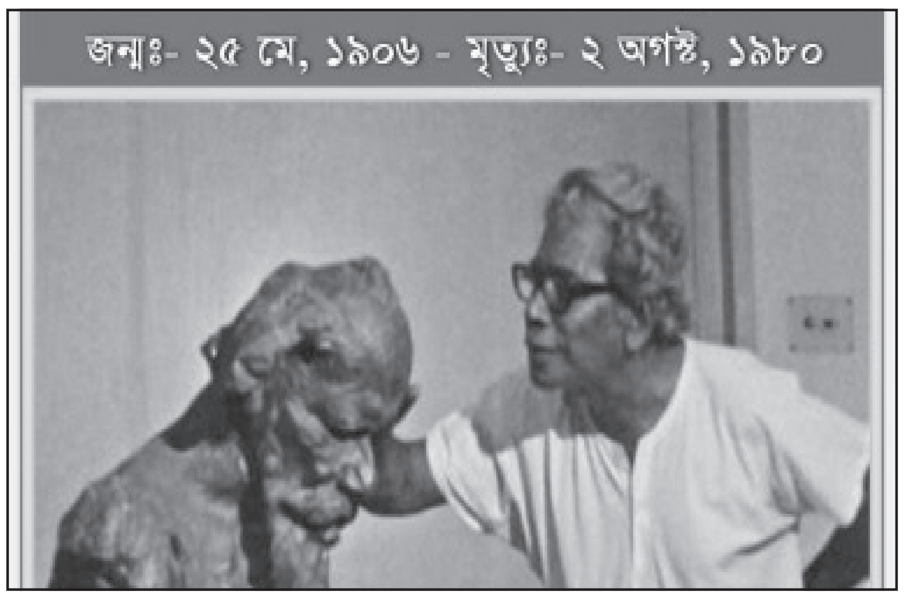
জন্মঃ- ২৫ মে, ১৯০৬ - মৃত্যুঃ- ২ অগষ্ট, ১৯৮০

রামকিঙ্করের একটি ভাস্কর্য নিয়ে শান্তিনিকেতনে তুলকালাম। তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ বিকেলের নরম আলোয় কোণার্ক বাড়ির বারান্দায় একলা বসে লিখছিলেন কবি। ঠিক তখনই কিঙ্কর এলেন। 'কার মূর্তি গড়েছ কিঙ্কর?'

'আমি ওটাকে জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারি নে। স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ওই মূর্তি আমার কাছে এসেছিল।'

'সেই মূর্তির মধ্যে কি কোনও প্রাণী আছে?'

'আছে। অথচ যেন নেই!'

গ্রীষ্মের ছুটি চলছিল শান্তিনিকেতনে, কিন্তু বাড়ি যাননি রামকিঙ্কর। তাঁর দিনমান কাটছিল নিভৃত শালবন, রোদ রাঙা শুনশান গোয়ালপাড়ার মেঠো আলপথ, মেথরপল্লির কল- কল্লোলে রঙ -তুলি- ক্যানভাস নিয়ে।

মহার্ঘ্য সব রাত পেরিয়ে যায় অন্ধকারে, স্পর্শের নির্মাণে। আশ্রমে খোলা আকাশের নীচে, কংক্রিটের ঢালাইয়ে তেমন নির্মাণ দেখেই কিঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গুজবে মুখর শান্তিনিকেতন। এক ভোরে নিজে সেই ভাস্কর্য দেখে এলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির ডাক পেয়েই কিঙ্করের মনে হয়েছিল, এই বুঝি তাঁকে শান্তিনিকেতনের ছেড়ে যেতে হবে। কানে বাজছে মাস্টারমশাই নন্দলালের কথা। 'রাতের স্বপ্নগুলোকে মনে রেখো কিঙ্কর। ভুলে যেও না। তেমন হলে, স্বপ্ন ভেঙে গেলে, উঠে স্বপ্নের কথা লিখে রাখবে। কোনও স্বপ্নই ভুলে যেও না। স্বপ্নে ছবি আসে কিঙ্কর, প্রতিমা আসে। স্বপ্ন আঁকবে!' রবীন্দ্রনাথ এবার ফিরে তাকালেন অন্যমনস্ক কিঙ্করের দিকে। বললেন, 'একটি পাখি কি উড়ে যেতে চায় আকাশে? পাখা তার যেন সেইরকম তুলে দিয়েছে।'

কিঙ্করের চোখের পাতা ভিজে এল। তিনি মুখ তুললেন না। খুব আস্তে কেবল বললেন, 'একটি মেয়ে পাখি হয়তো তার বুকের নীচেই আছে!'

কবি আর কিঙ্করের কথায় কথায় একসময় বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নামল। আকাশে সন্ধাতারা। দূরের হাওয়ায় ভেসে আসছে এস্রাজি পকড়। ছড় টেনে কেউ একমনে বাজিয়ে চলেছে কবির বাহারে গাঁথা ধামার, 'এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়'। এর পরও কথা এগিয়েছিল দু'জনের। দুই শিল্পীর।

কী কথা?

বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী সাগরময় ঘোষ লিখেছেন সেই কথালাপ, 'রবীন্দ্রনাথ রামকিঙ্করকে ডেকে বললেন, শোন, কাছে আয়। তুই তোর মূর্তি আর ভাস্কর্য দিয়ে আমাদের সবখানে ভরে দে। একটা শেষ করবি আর সামনে এগিয়ে যাবি সামনে।'

এর পর আর কখনও ফিরে দেখেননি কিঙ্কর। হাওয়ার উজানে এগিয়েছেন তিনি। আর এগোতে গিয়েই নিয়ত তাঁকে দুঃখ-দহনে পুড়তে হয়েছে!

'মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। তিনি ছিলেন জ্যান্ত মডেল ব্যবহারের ঘোর বিরোধী। বলতেন ও-সব পশ্চিমে চলে। কিন্তু আমি তার উপদেশ মেনে চলিনি। মডেল ব্যবহার করেছি।'

নিজের মাস্টারমশাই সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়েও এ কথা কিঙ্করই বলতে পারেন। খুব অল্প বয়সেই রামকিঙ্কর মূর্তি গড়া শিখেছিলেন কুমোরপাড়ার অনন্তজ্যাঠাকে দেখে দেখে। দু'চার আনার বিনিময়ে নিষিদ্ধ পল্লির রমণীদের মূর্তি গড়তে গড়তেই তাঁর ভাস্কর্যের সহজপাঠ। এই সময়ই স্বদেশি মেলায় তেল রঙে জাতীয় কংগ্রেসের পোস্টার এঁকেও হাত পাকিয়েছেন তিনি। শিল্পের প্রতি অপার নিষ্ঠার মনটি সেই তখনই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

১৯২৫-এ বাঁকুড়ার যোগীপাড়া থেকে ম্যাট্রিক না দিয়েই 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে শান্তিনিকেতন চলে এলেন কিঙ্কর। পিছনে পড়ে রইল বাঁকুড়ায় তাঁর বাল্যস্মৃতির গাঁ-ঘর, দারিদ্রে দীর্ণ পরিবার-পরিজন আর কাদামাটির কুমোরপাড়া।

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তাঁর কাজের নমুনা দেখে নন্দলাল প্রথম দিনই বললেন, 'তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?' একটু ভেবে তারপর বলেন, 'আচ্ছা, দু-তিন বছর থাকো তো।'

থেকে গেলেন কিঙ্কর। নাগাড়ে সাড়ে পাঁচ দশক শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে মৃত্যুর কিছু দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সেই দু-তিন বছর আমার এখনও শেষ হল না!'

কলাভবনে কিঙ্করই প্রথম অয়েলে কাজ করেছেন। সে নিয়েও বিতর্কের শেষ ছিল না। প্রথমে আপত্তি করলেও পরে নন্দলাল মেনে নেন ছাত্রের যুক্তি। রামকিঙ্কর রঁদা, সেজান ও পরবর্তী কিউবিস্ট ছবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাজে কিউবিস্ট প্রভাব নিয়েও নন্দলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল। সে বিরোধ মিটেও যায়। রং-তুলি-কাঁকড়ে কাজ শিখতে শিখতে একদিন কলাভবনের পাঠ শেষ হল। শুরু করলেন স্বাধীনভাবে শিল্পের সাধনা। স্বপ্ন থেকে আসা সে সব সৃষ্টির উল্লাসে, মিশিয়ে দিলেন নিজের গোপন-গহন উল্লাস!

নিত্য ভাঙা-গড়ার খেলায় তাঁর সহজিয়া জীবন নিয়ে ক্রমশই জলঘোলা হল শান্তিনিকেতনে। তাঁর দরাজ গলার রবীন্দ্রনাথের গান শুনল না কেউ! বরং শান্তিনিকেতনী তর্ক তুলল তাঁর জীবনচর্চা নিয়ে। কিঙ্করের তখন ঘরে-বাইরে 'জীবন্ত মানুষের নেশা'।

একবার, দিল্লি যাওয়ার পথে এক আদিবাসী রমণীর যৌবনের দুর্মর আহ্বানের কাছে নতজানু হয়ে তাঁর সঙ্গে নেমে গেলেন অজানা স্টেশনে। হারিয়ে গেলেন যেন। খবর নেই বহুকাল! হঠাৎ করে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল ঠিকানাবিহীন এক টেলিগ্রাম। তাতে কিঙ্কর জানালেন, 'I lost myself– search myself.'

'জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে, এটা সত্যি। কেউ এসেছে দেহ নিয়ে, কেউ এসেছে মানসিক তীব্র আকর্ষণ নিয়ে। কিন্তু ছাড়িনি কাউকে। ধরেছি, আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছি। হজম করে ছিবড়ে করে ছেড়েছি। হজম করার মানে জানো? ও মন্ত্রটা আমার গুরুদেবের কাছে শেখা। তাঁর থেকে জন্ম নিয়েছে আমার অনেক ছবি, মূর্তি, অনেক কল্পনা, আর অনুভব।আমার মডেলরা আমার বহু স্কেচে, ছবিতে, মূর্তিতে, বেঁচে আছে। মডেলরা তো এভাবেই বেঁচে থাকে।'

নিজের সম্পর্কে নির্দ্বিধায় এমন করে আর কবে, কোন ভাস্করই বা অকপট হতে পেরেছেন! মডেলদের সঙ্গে রামকিঙ্করের সম্পর্ক নিয়ে নিত্য হাওয়ায় ছড়িয়েছে গসিপ।

তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'সব কিছুর মধ্যে যৌনতা আছে, যৌনতা ছাড়া সব কিছুই প্রাণহীন, ঊষর!' সে সবের প্রসঙ্গ তুললে কখনও এড়িয়ে যাননি কিঙ্কর। কাল্পনিক নয়, মডেলদের সম্পর্কে তাঁর সে- সব সত্য-স্বীকার আর উক্তি সাতসেলাইয়ে জোড়া-তালি দিয়ে দেখে নেব এই পর্বে।

এক বার তাঁকে প্রশ্ন করা হল তাঁর মডেল বিনোদকে নিয়ে। তিনি উত্তর দেন, 'বিনোদ, মানে বিনোদিনী? সে আমার ছাত্রী, মণিপুরী মেয়ে। একটু একটু করে শরীরের বাঁক, উপবাঁকের ভুবন চিনিয়েছিল ও-ই। আলো-অন্ধকারে ওকে ঘুরিয়েফিরিয়ে এঁকেছিলাম অনেক। এক দিন চলে গেল, মণিপুরি ভাষায় একটি নাটকও লিখেছে আমাকে নিয়ে।'

অসমের মেয়ে নীলিমা?

'নীলিমা বড়ুয়া। নষ্ট হয়ে গেল ওর পোর্টেটে। আঁকতে আঁকতে কত বার যে রঙ লেগেছে শরীর থেকে শরীরে সে সব কোথায় গেল! ভুল করেছি, তখন টাকার অভাবে ভাল রঙ কাজে লাগাতে পারিনি।' মনে আছে এসথার জয়ন্তী জয়াপ্পাআস্বামীর কথা?

'মনে থাকবে না কেন? সে তো দক্ষিণী ছাত্রী জয়া। খুব ছিপছিপে ছিল। জয়া নামটা আমারই দেওয়া। সুজাতা করেছিলাম ওকে মডেল করে।' ভুবনডাঙার খাঁদু? 'দীর্ঘাঙ্গী খাঁদু ফিরে ফিরে এসেছে আমার ভাঙা ঘরে। সুন্দর ছিল ওর ফিগার। প্রায়ই দুপুর দুপুর আমার একলা ঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাকত দরজার চৌকাঠ ধরে। এক কাঁখে থাকত ছেলে। সে দুধ খেত মায়ের বুকের। যে ভাবেই দাঁড়াত শরীরে নৃত্যের ভঙ্গি। অজস্র স্কেচ করেছি ওর।'

আর রাধি?

'ওই তো রইল শেষ পর্যন্ত আমার কাছে। ওর সঙ্গে মেশা নিয়ে অনেকে আপত্তি করেছিল। ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কর্তারাও। তাও ওকে ছাড়িনি। ও ছাড়েনি আমাকেও। আসলে রাধারানীর সঙ্গে আমার জড়ামড়ি সম্পর্ক!' 'রিয়ালিটির সবটাই কপি করতে নেই।'

এত ভাঙাচোরা, এত সম্ভোগের পরও এ কথা বলতেন স্বয়ং কিঙ্কর। ৫১ সালে চলে যাওয়া যাক। শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী তখন কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র। শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় গিয়ে তাঁর আলাপ হল তিন যুবকের সঙ্গে।

একটু পরেই যা গড়াবে মিত্রতায়। তাঁরা সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও শুভময় ঘোষ। এঁদের মধ্যে অমিতাভ পূর্ণেন্দুর স্কেচবুকে রেখার ভুবন দেখে তাঁকে নিয়ে গেলেন রামকিঙ্করের কাছে।

'কিঙ্করদা মানে রামকিঙ্কর? শান্তিনিকেতনের বাগানে যার ওইসব দুর্ধর্ষ মূর্তি? সর্বনাশ! অত বড় শিল্পীর কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছ কেন?' 'মানুষটাকে আগে দেখো, তারপর বুঝতে পারবে কেন নিয়ে যাচ্ছি।' কেমন দেখলেন পূর্ণেন্দু রামকিঙ্করের ভূমণ্ডল? ছাত্র শঙ্খ চৌধুরীর ছেড়ে দেওয়া রতনপল্লির মাটির বাড়িতে তখন উলঢাল রামকিঙ্করের ঘর-দুয়ার। পূর্ণেন্দু লিখছেন, 'কুঁড়েঘরের মতো একটা ঘর। ভিতরে একটা চৌকি। চৌকির উপর অতি সাধারণ বিছানা। দেয়ালে দেয়ালে ঠেসান-দিয়ে-রাখা দরজা-সমান অয়েল পেন্টিং। এদিকে সেদিকে ভাস্কর্যের টুকরো-টাকরা। জনৈকা স্বাস্থ্যবতী যুবতীর মুখ। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে চোখটা চলে গেল চৌকির নীচেয়। সেখানে মেঝের উপর ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে হাজার খানেক কিংবা তারও বেশী চিঠিপত্র, খাম-পোস্টকার্ড-পার্সেল-প্যাকেট সব মিলিয়ে। মনে হল, অনেক চিঠির গায়ে প্রাপকের হাতের ছোঁয়াটুকুও পড়েনি এখনও।'

আর মানুষটা? 'কালো পাথরের একটি জীবন্ত ভাস্কর্য। খালি পা। পরনে আধময়লা লুঙ্গি কিংবা খাটো-ঝুলের পাজামা, যে রকমের পাজামা পরে টোকা মাথায় নন্দলাল হেঁটে যান শালবীথির ছায়ায়। শক্ত চোয়াল। সামনে এগিয়ে আসা ঠোঁট। পেশীবহুল আঁটসাট শরীর। চোখ দুটো যেন বুঁদ হয়ে আছে কিসের নেশায়। যে-রকম রোজ দেখা যায় সেরকম কোনও মানুষ নয় যেন।' পূর্ণেন্দুর করা স্কেচ দেখতে দেখতে একটিতে এসে থামলেন কিঙ্কর। সেই স্কেচে পৌষমেলার মাঠ, মাঠে দাঁড়িয়ে মালকোচা-মারা এক শিশু সাঁওতাল। তার এক হাতে একটা বাঁশি নিয়ে বাজাচ্ছে। অন্য একটি বাঁশি গুঁজে রাখা দুই জঙ্ঘার ফাঁকে। কিঙ্কর সেটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা বাদ দেওয়া উচিত ছিল। ঠিক হয়নি।'

পূর্ণেন্দু বলেন, 'ছেলেটার ওইখানে একটা বাঁশি ছিল।'

এবার কিঙ্কর তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। বললেন, 'সেটা তো বুঝতে পেরেছি। তুমি মন থেকে আঁকোনি। কিন্তু রিয়ালিটির সবটাই কপি করতে নেই।'

সেদিন রামকিঙ্কর অমিতাভ- পূর্ণেন্দুদের তাঁর পাহাড়ি শহর শিলং সিরিজের ছবি দেখিয়েছিলেন। ওয়াশে আঁকা সে সব অরণ্যগন্ধী, এলিমেন্টাল ছবি দেখে পূর্ণেন্দুর মনে হয়েছিল, 'শিলং যেন নড়ছে, চড়ছে, দুলছে গাছ, হাঁটছে মেঘ, রঙ বদলাচ্ছে রোদ, গাছ শিকড় নামাচ্ছে মাটিতে, খসে পড়ছে কিছু, কেউ যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে কারও সঙ্গে আলিঙ্গনে- মন্থনে।'

সবাই মারা গেছে, আমার দাদা-বোন- বাবা-মা সবাই, সবাই। মৃত্যু সম্পর্কে আমি সব সময়ই উদাসীন। একজন শিল্পী যতক্ষণ সৃষ্টির নেশায় মাতাল হয়ে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু কোনও ভাবেই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

নেশায় চুরমার হয়ে জীবন আর মৃত্যুর দ্বৈরথকে এ ভাবেই দেখতেন কিঙ্কর। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বন্ধু সমীর সেনগুপ্তকে নিয়ে এক বাসন্তিক বিকেলে হাজির হলেন শান্তিনিকেতন। রিকশা থামল অনিবার্য ভাবে বাংলা মদের দোকান 'আকর্ষণী'-তে। রিকশায় উঠল দু' বোতল বাংলা। গন্তব্য রতনপল্লি, রামকিঙ্করের ডেরা।

'কিঙ্করদা, ও কিঙ্করদা'

শক্তির হেঁড়ে গলায় হাঁক শুনে লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে বাইরে এলেন রামকিঙ্কর। মুখে সেই চিরচেনা হাসি। 'আরে কবি এসেচিসআয়, আয়, কিছু এনেচিস তো হাতে করে?'

এর পরের আসরের বর্ণনা দিতে সমীর লিখেছেন, 'শুয়োরপোড়া এল, ফুরিয়ে গেল, একটি রিকশওলাকে ধরে আরও দুটো বোতল আনানো হল, সঙ্গে ছোলাভাজা, সে দুটোও ফুরিয়ে গেল। আবারও দুটো আনানো হল বেশি পয়সা দিয়ে, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে, অফুরন্ত বাংলা মদ, অফুরন্ত বিড়ি, অফুরন্ত কথা, স্খলিত গলায় অফুরন্ত রবীন্দ্রনাথের গান।'

ঢের রাতে ঘুম ভেঙেছিল সমীরের। অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে কোনও মতে চৌকাঠ পেরিয়ে দেখলেন, রামকিঙ্কর একটা টুলের উপর বসে রয়েছেন। উপর থেকে একটা লন্ঠন ঝুলছে। লুঙ্গিটা কোমর থেকে যে খুলে পড়েছে কিঙ্করের, সে খেয়াল নেই! সম্পূর্ণ নগ্ন! আর তাঁর সামনে একটা অসমাপ্ত মাটির ভাস্কর্য। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছেন কিঙ্কর। যখন কিছু দেখবে, বাঘের মতো ঘাড় মুচড়ে ধরবে। পিছনে আর তাকাবে না। রবীন্দ্রনাথের এই কথা বারবার আওড়াতেন তিনি। এ ছিল যেন কিঙ্করের জপমালা।

'৭৫ সাল। ঋত্বিক ঘটক শান্তিনিকেতন গিয়ে ১৬ মি.মি. রঙিন একটি তথ্যচিত্র করলেন কিঙ্করকে নিয়ে। অসুস্থ, তবু গেলেন। প্রতি ফ্রেমে নিজের মতো করে ভেঙেচুরে দেখালেন ভাস্করকে। গোড়ার দিকে একটি ফ্রেমে ক্লোজআপে দেখা গেল বুদ্ধের মুখ। ব্যাকড্রপে পাখোয়াজ। একটু পরেই ফ্রেমে ঢুকল অদূরে ক্ষীণ কটি, দীর্ঘাঙ্গী বনবালা সুজাতা। ইউক্যালিপটাসের ছায়া সুনিবিড় পথে মাথায় পায়েসের রেকাব নিয়ে সে যেন হেঁটে চলেছে।

মাদল আর বাঁশির আবহে কোপাই নদীর ধারে আদিবাসী গ্রাম, অনম্র বুক সুঠাম আর ভারী কোমরের সাঁওতাল মেয়ে ফ্রেমের পর ফ্রেমজুড়ে ঋত্বিক যেন কিঙ্করের রোদছায়া মাখা আদুল ক্যানভাস এঁকে চলেছেন। একটি ফ্রেমে ধরা দিলেন দুই শিল্পী। জড়ানো গলায় ঋত্বিকের সংলাপ, 'কিঙ্করদা!'

'হুঁ।' 'আপনি যখন রবীন্দ্রনাথের পোর্টেট করছিলেন, তখন উনি আপনাকে কী বলেছিলেন শিল্প সম্পর্কে?'

রামকিঙ্কর স্মৃতিতাড়িত হয়ে একচোট হাসলেন। তারপর বলেন, বলে চলেন, 'উনি প্রথমে দেখে নিলেন কোথাও লোক আছে কিনা। কারণ অনেক সময় ওনার সঙ্গে লোক থাকত তো, সেক্রেটারিরা থাকতেন। সেই জন্য সব দেখে নিলেন। আমি ওধারে, পোর্টেট করছি ওঁর। উনি বসে বসে লিখছিলেন আর কী, তারপরই বললেন, দেখো, যখন কিছু দেখবে, বাঘের মতো ঘাড় মুচড়ে ধরবে। পিছনে আর তাকাবে না। এই হল শেষ কথা।' ছবি এগোয়, কিন্তু শেষ হয় না। দৃশ্য ফুরিয়ে যায়। প্রায় পুরো ছবির শ্যুটিং শেষ করে প্রাথমিক সম্পাদনার পর ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডট্র্যাকের কাজ শুরুর মুখেই চিরবিদায় নিলেন ঋত্বিক। অসমাপ্ত তথ্যচিত্রের স্ক্রিনজুড়ে একসময় নেমে আসে দুই শিল্পীর মুখোমুখি অন্ধকার। সেই অন্ধকারে শোনা যায় ঋত্বিক আর কিঙ্করের কথা। ঋত্বিক প্রশ্ন করেন, 'এই যে আপনার চাল ভেঙে পড়ছে, জল পড়ছে, কী ভাবে সারাবার চেষ্টা করছেন আপনি?' কিঙ্কর বলেন, 'পেনশনের টাকা যেটুকু পাই। সেইটুকু থেকে করছি আর কী!' 'সেটা কি ছবি টাঙিয়ে করা হচ্ছে?'

কিঙ্কর হেসে ফেলেন। বলেন, 'সেও আছে।' হাসতে হাসতে বলে চলেন, 'বড় বড় ক্যানভাস যেগুলো, সেগুলো উলটে দেওয়া আছে। অয়েল কালার কিনা। উপরে কোনও ক্ষতি হবে না। বৃষ্টি পড়ে কিনা, তাই ওগুলো ঝুলিয়ে দিই। এগজিবিশনের জন্য ক্যানভাসগুলি নিয়ে যেতে হল, তখন আর কী ঝোলাব?' হাসতে হাসতে বলে চলেন, 'খড় কিনতে হত, কিন্তু যেটুকু টাকা পাই।'

এখন কোনও কাজ নেই। বৃদ্ধ হয়ে গেছি। এখন তো আর আঁকতেও পারি না। চোখে দেখতে পাই না কিছুই। পড়তেও পারি না, কেউ পড়ে দিলে শুনি। কেউ ধরলে হাঁটতে পারি। সমর্থ বয়সের অত্যাচার তার শোধ তুলে নিচ্ছে। মাঝে মাঝেন্দ্র অসহ্য মনে হয়। পাগল পাগল লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই। একেবারে বাতিল হয়ে গেছি। চোখ চলছে না, হাত চলছে না, চোখ অন্ধ। মনে মনে আঁকছি। রবীন্দ্রনাথের মতো রামকিঙ্করও চাননি শেষ সময় কলকাতায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোক। সর্বক্ষণের সঙ্গিনী, মডেল রাধারানি যাঁর সঙ্গে কিঙ্করের দীর্ঘ জীবনের সম্পর্ক, তিনিও জানিয়েছিলেন, 'উনি যেতে চাননি, ওঁর ভাইপো দিবাকর সই করে দিল। জোর করে ওরা নিয়ে গেল।' দিবাকরবাবু অবশ্য অন্য দাবি করেছিলেন, 'ওঁরা আমার সই চাইছেন। একটা লিখিত অনুমতি চাইছেন। কিন্তু আমার দেবার ইচ্ছে নাই।'

কিন্তু ডাক্তারবাবুদের কথায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'সই দিতে হল'। একরকম জোর করে কিঙ্করকে কলকাতায় আনা হয়। শান্তিনিকেতন থেকে আসার দিন তাই জড়ানো গলায় স্বজনদের বলেছিলেন, 'যাচ্ছি শান্তিনিকেতন ছেড়ে। যাচ্ছি কিন্তু আর ফিরব না। রবীন্দ্রনাথও ফেরেননি।' শিল্পীর যাবার বেলার কথাই সত্যি হল। কলকাতাতেই চলে গেলেন, রবিঠাকুরের ভাস্কর!

মৃত্যুর দু'দিন আগে তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ। ছাত্রের হাত ধরে কিঙ্কর বললেন, 'মানিক, একটা রিকশা ডেকে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও!'

সে-ফেরা আর হল কই?

একসময় চিতা নিভে গেল।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে চাঁদের শশ্মান। ধীরে ধীরে ঢেকে যাচ্ছে ওপারে খোয়াই, বন-বনান্ত, কোপাই পেরিয়ে গগনতল ছুঁয়ে থাকা দিগন্ত। একটু পরেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। মেঘের গুমোট কেটে সুদূর নীলিমায় দেখা দিল একফালি চাঁদ।

শেষ হল দাহ।

কিঙ্করদা চলে গেলেন।

স্মৃতিবাসরে গাইতে বসে কেবলই উদাস হয়ে পড়ছেন মোহর (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়)। কী গান এমন দিনে কী শোনাবেন প্রিয় কিঙ্করদার স্মরণে? একটু আগেই নীলিমা গাইলেন, সাহানা রাগে, 'হেরি অহরহ তোমারই বিরহ'। ভাবতে ভাবতেই মোহরের কানে ভেসে আসছিল কিঙ্করদার দরাজ গলায় গান, 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে'। মনে পড়ল কিঙ্করদার প্রিয় আরও একটা গানের কথা। আশ্রমের নাটকে কত বার যে বিশুপাগল সেজেছে কিঙ্কর! তাঁর স্মরণ সন্ধ্যায় সেই গানই গাইলেন মোহর। 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার, দুখের পারাবারে'। সুর নামল কোমলগান্ধার থেকে শুদ্ধ ঋষভে। আঁধার রাতে একলা এক পাগলের জন্য চোখের জলে তখন ভাসছে আদিগন্ত খোয়াই।

সৌজন্য : দেখি নাই ফিরে (সমরেশ বসু), রামকিঙ্কর অন্তরে বাহিরে (প্রকাশ দাস), বিশ্বভারতী পত্রিকা, রামকিঙ্কর বেইজ সংখ্যা, শিল্প সংক্রান্ত (পূর্ণেন্দু পত্রী), এক দুর্লভ মানিক (অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য), আমার বন্ধু শক্তি (সমীর সেনগুপ্ত), ঋত্বিক (সুরমা ঘটক)।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

হিন্দুস্থান সমাচার / রাকেশ / সন্তোষ মধুপ

স্বাস্থ্য যত্ন পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন

মালিগাঁও, ১৯ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) তার নেটওয়ার্কের অন্তর্গত চিকিৎসালয়গুলিতে স্বাস্থ্য যত্ন পরিষেবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের কর্মচারী, কর্মচারীদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের প্রতি দৃঢ় দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে রেলওয়ের পক্ষ থেকে চিকিৎসালয়ের সুবিধাগুলিকে আধুনিকীক রূপ দেওয়ার জন্য বিশাল বিনিয়োগ করা হয়েছে, যাতে চিকিৎসালয়গুলিকে উন্নত ডায়াগনস্টিক টুল, ওটি এবং ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) দিয়ে সজ্জিত করা যায়। সম্প্রতি, ১৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে মালিগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে এগজিকিউটিভ কেবিন চালু করা এই প্রচেষ্টাগুলির একটি অংশ। চিকিৎসালয়গুলিতে রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে সময় অনুযায়ী সঠিক রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এমন প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মালিগাঁওস্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ের পক্ষ থেকে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ এক ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যতিক্রমী স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতাকে পুনরায় দৃঢ় করে তুলেছে। ডাঃ পি. মহেশ্বরী এবং ডাঃ বি.পি. ডেকা অন্যান্য উপহার সহ ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি স্যামসাং ট্যাবলেট সংশ্লিষ্ট তরুণ রোগীর হাতে তুলে দেন, যার চিকিৎসার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পরিকল্পিত ও বিকশিত বিশেষ আইসিইউ ব্যবস্থা ব্যাপক সাহায্য করেছে। চিকিৎসালয়টির একাধিক মাইলস্টোনের মধ্যে এই কৃতিত্ব অন্যতম, যা উন্নত ডায়াগনস্টিক উপকরণ ও সরঞ্জামের দ্বারা নির্দিষ্টভাবে ওটি, সিএসএসডি, এমজিপিএস এবং আইসিইউ-এর উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড করা হয়েছে। কার্ডিওলজি, শিশু চিকিৎসা, নেফ্রোলজি এবং অঙ্কোলজির বিশেষ পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যার ফলে অঞ্চলের বাইরে গিয়ে রোগীর চিকিৎসা করানোর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪-এর ২৬ জানুয়ারি নতুন আয়ুষ ও আরইএলএইচএস ক্লিনিক উদ্বোধন করা হয়েছে এবং রোগীর দেখাশোনা করা ব্যক্তিদের ডর্মিটারি সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের সাথে সংগতি রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চিকিৎসালয়গুলি ইলেকট্রনিক হেল রেকর্ড (ইএইচআর) গ্রহণ করেছে, রোগীদের যত্ন শৃংখলিত করেছে এবং চিকিৎসা পরিষেবার সমন্বয় বৃদ্ধি করেছে। চিকিৎসা কর্মীদের নিরন্তর প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সর্বশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতাকে নিশ্চিত করে। এছাড়াও সহস্রাধিক মানুষের উপকারের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কমিউনিটি প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা হচ্ছে, স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে।
স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতার জন্য বিভিন্ন প্রশংসা ও পুরস্কারের দ্বারা চিকিৎসালয়টির দায়বদ্ধতাকে আরও বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, জীবন রক্ষার এই যাত্রায় নিজেদের একনিষ্ঠ পরিষেবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীরা সময়ে সময়ে কৃতিত্বও অর্জন করেছেন।

দিঘার খাবারের দোকানগুলিতে অভিযান অব্যাহত, তৎপর রামনগর ব্লক ওয়ান প্রশাসন

দিঘা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): গত এক মাস ধরে দিঘার দোকানগুলিতে স্বাস্থ্য বিধি মেনে প্যাকেটজাত ও তৈরি করা খাবার বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখতে রামনগর ব্লক ওয়ান প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর অভিযান চালাচ্ছে।সপ্তাহের যে কোন দিন হঠাৎ হঠাৎ করে অভিযান চালাচ্ছে রামনগর ব্লক প্রশাসন।
গত এক সপ্তাহ ধরে দিঘার দোকানগুলিতে রামনগর ব্লক ওয়ান প্রশাসন ও খাদ্য সুরক্ষা দফতর অভিযান চালিয়েছে বিডিও পূজা দেবনাথ ভদ্র ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ও পুলিশকে নিয়ে ওল্ড ও নিউ দিঘার বিভিন্ন দোকানগুলিতে পরিদর্শন করছেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে ঠিক ঠিক খাবার বিক্রি হচ্ছে কিনা তা তারা দেখছেন।
সেই সঙ্গে তিনি বলেন, দিঘায় হাজার হাজার পর্যটক আসছেন। তারা স্বাস্থ্যসম্মত প্যাকেট জাত খাবার পাচ্ছেন কিনা সেটা দেখা খুবই জরুরী।এদিকে ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের এই পরিদর্শনের ফলে দিঘার দোকানগুলি খুবই সতর্ক।

ছেলের মৃত্যুর তদন্তের ভার নিক সিবিআই, দাবি হস্টেল কাণ্ডে মৃত তহিদের বাবার

ালদা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : পুলিশি তদন্তে আস্থা নেই, ছেলের মৃত্যুর তদন্তের ভার নিক সিবিআই। এমনটায় দাবি করছেন হস্টেল কাণ্ডে মৃত তহিদের বাবা রেজাউল করিম। মৃত ছাত্রের বাবা সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতার ওই ফার্মাসি কলেজ। সেখানে আমরা কিছু করে উঠতে পারব না। তাদের নির্দেশেই রঘুনাথগঞ্জ থানা আমাদের অভিযোগ নিতে চায়নি। সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতেও পুলিশ বারণ করেছিল। কিন্তু কেন? আমি সেদিন কলেজে না গেলে হয়তো জানতেও পারতাম না যে আমাদের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। ছেলের দেহ হয়তো গায়েব করে বলত নিরুদ্দেশ। তাই রঘুনাথগঞ্জ থানায় নয়, আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি ইংরেজবাজার থানায়।' প্রসঙ্গত, গত ১৩ অগাস্ট রঘুনাথগঞ্জের মিয়াঁপুরে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের ফার্মাসি কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র তহিদ করিমের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

আগামী অস্ট্রেলিয়া সিরিজে খেলবেন শামি, জানিয়ে দিলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালের পর মাঠের বাইরে শামি। মাঝে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে শামির। তবে সেই চোট কী অবস্থায় তা জানা যায়নি। তবে চোট সারিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন তিনি। তার মাঝেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ জানিয়ে দিলেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবেন মহম্মদ শামি। তাঁর কথায়, "শামি অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন। ওঁর অভিজ্ঞতা অস্ট্রেলিয়ার সফরে আমাদের কাজে লাগবে।"
তবে চোট সারিয়ে সরাসরি ভারতীয় দলে ঢুকতে পারবেন না শামি। শোনা যাচ্ছে রঞ্জি খেলে জাতীয় দলে ফেরার প্রস্তুতি সারতে হবে তাঁকে। এই প্রসঙ্গে বাংলার ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার আগে ওঁকে রঞ্জি খেলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।"

শিলিগুড়িতে টোটোচালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়ার খোলাই বকতরি এলাকায় এক টোটোচালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম মহম্মদ ইরশাদ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই খুব চিন্তায় থাকতেন তিনি। তার জেরেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার রাতে পরিবারের সদস্যরা বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একাই ছিলেন ইরশাদ। স্নান সেরে পরে তাঁরও বাড়ি থেকে বেরানোর কথা ছিল। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ফোন করেন। যদিও তিনি ফোন তোলেননি। পরে বাড়ি ফিরে ইরশাদকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন পরিবারের সদস্যরা। সোমবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যপাল বোস, শাহ ও নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর—কাণ্ডে উত্তাল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। নির্যাতিতা ডাক্তারের ন্যায় বিচারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে অবস্থান, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, মিছিল। ক্ষোভে ফুঁসছেন ডাক্তাররা। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। দিল্লি গিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গেও দেখা করবেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রের খবর, আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে অবগত করবেন রাজ্যপাল বোস।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৭ ডলার। যদিও, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী নয়াদিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা প্রতি লিটারে স্থিতিশীল রয়েছে।
মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৯৭ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।
একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৪.৯৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
এটি লক্ষণীয় যে আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.১৫ ডলার অর্থাৎ ০.১৯ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৯.৫৩ ডলার প্রবণতা করছে।
একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.২৬ ডলার বা ০.৩৪ শতাংশ কমে ৭৬.৩৯ মার্কিন ডলারে লেনদেন করছে।

আর জি কর কাণ্ড: রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল আইনজীবীদের

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার পথে নামেন আইনজীবীরা। এদিন কলকাতা হাই কোর্ট চত্বরে মিছিল শুরু করেন আইনজীবীরা। মিছিলে যোগ দেন রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবীরা। সোমবার সকালে কালো ব্যান্ড পরে হাতে পোস্টার নিয়ে মিছিল শুরু করেন হাই কোর্টের আইনজীবীরা। মিছিল থেকে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান ওঠে।
জানা গেছে, সোমবার বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি বৈঠকে ডাকা হয়। সেই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আর জি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় নিন্দা জানানো হবে। তাঁদের তরফে অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তি দেওয়ার দাবিও জানানো হয়।

রাখীবন্ধনে "তিলোত্তমা"-র ন্যায়বিচারের দাবিতে "ডিপি" কালো করে নেট-নাগরিকদের নীরব প্রতিবাদ

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর—কাণ্ডে উত্তাল গোটা রাজ্য। এখানকার বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পৌঁছেছে প্রবাসেও। ন্যায় বিচারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে অবস্থান, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, মিছিল। পাশাপাশি বিদেশেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সোমবার রাখীবন্ধনে এবার এক অভিনব প্রতিবাদের সাক্ষী থাকলো সোশ্যাল মিডিয়া। এদিন বহু নেট-নাগরিক নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ার ডিপি (ডিসপ্লে পিকচার) কালো করে "তিলোত্তমা"-র ন্যায় বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন।
এদিকে, রাখীবন্ধনের দিনই বাংলায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তিনি বলেন, বাংলা নারীদের জন্য নিরাপদ জায়গা নয়। বাংলার পুরানো গৌরব ফিরিয়ে আনা উচিত, যেখানে নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সমাজে সম্মানজনক স্থান ছিল।

রাখীবন্ধন উৎসবে মাতলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : রাখীপূর্ণিমার এই বিশেষ দিনে সাতসকালে দলের বেশ কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব উপস্থিত হলেন বাঘাযতীন পার্কে। সোমবার সেখানেই ছিমছামভাবে পালিত হল রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠান।এদিন পুরনিগমের তরফে রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয় শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন মেয়র গৌতম দেব।
এরপর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শুরু হয় রাখী পরানো। মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের হাতে রাখী পরান উপস্থিত মানুষেরা। সঙ্গে মিষ্টিমুখও করেন একে অপরের। পাশাপাশি এই বিশেষ দিনের গুরুত্ব আলোচনা করেন মেয়র। তবে এদিনের অনুষ্ঠান বাঘাযতীন পার্কের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাখী পরানো হয় পথচলতি মানুষদেরও।

রাখীবন্ধনের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেরাদুন, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সোমবার সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে রাখীবন্ধন উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির হাতে রাখী বেঁধে দিলেন তাঁর বোনেরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ধামি রাখীবন্ধন উৎসবে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই উৎসব শুধু সামাজিক সম্প্রীতিই মজবুত করে না, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাও দৃঢ় করে।
উল্লেখ্য, রাখীবন্ধন হিন্দুদের এক বিশেষ উৎসব যা শ্রাবণ মাসে পালিত হয়। রাখীবন্ধন উৎসব মূলত ভাই ও বোনের বন্ধন ও ভালবাসার সম্পর্ককে উৎসাহিত করার উৎসব। এই দিনটি একে অপরের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়ার দিন। এই দিন বোন বা দিদিরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি পরিয়ে ভালবাসা জানায় এবং জীবনভর দাদা বা ভাইয়েরা তাদের নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

দাসপুরে আইনজীবীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দাসপুর, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর এক নম্বর ব্লকের কুঞ্জপুর এলাকায় সোমবার সাত সকালে নিজের বাড়ি থেকে আইনজীবীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, ঘাটালের আইনজীবী সুদীপ চক্রবর্তীর আগুনে ঝলসানো মৃতদেহ উদ্ধার হয় তাঁর নিজেরই বাড়ি থেকে। কী করে লাগল আগুন, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে, এটা পুরোপুরি পরিকল্পনা করে মারা হয়েছে। অপরদিকে পরিবারের লোকের দাবি, আগুনে পুড়েই মৃত্যু হয়েছে। সুদীপ চক্রবর্তী সহকর্মীরা জানাচ্ছেন, এটা কোনওভাবেই শুধুমাত্র আগুনে পুড়ে মৃত্যু হতে পারে না। আইনজীবীদেরই একাংশের মতে, যা যা তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এটা পুরোপুরি পরিকল্পনা মাফিক মারা হয়েছে। তারপরে প্রমাণ লোপাট করতে আগুন ধরানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করছে পুলিশ।

বনদফতরের পোষ্য কুনকি হাতিকে রাখী পরিয়ে বিশেষ উৎসব পালন পরিবেশপ্রেমীদের

জলপাইগুড়ি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : বনদফতরের পোষ্য কুনকি হাতিকে রাখী পরিয়ে এই বিশেষ উৎসব পালন করলেন পরিবেশপ্রেমীরা। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের মেদলা হাতি পিলখানায় এমনই ছবি দেখা গিয়েছে।গভীর জঙ্গলেও কিছু বাছাই করা পরিবেশপ্রেমীদের উপস্থিতিতে প্রতিবারের মতো এবারও হাতিকে রাখী পরিয়ে উদযাপন করা হল। নেওয়া হল তাদের সুরক্ষা প্রদানের শপথ। জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জাতীয় উদ্যানের রামসাই বন বিভাগের মেদলা হাতি পিলখানায় থাকা বনবিভাগের কুনকি হাতিদের রাখী পরানো হয়।

মঙ্গলবার করিমগঞ্জে মন্ত্রী রঞ্জিত দাস

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, খাদ্য গণবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক, সাধারণ প্রশাসন এবং আইন ও ন্যায় বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত দাস মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলা সফর করবেন। সকাল ১০টায় মন্ত্রী রামকৃষ্ণ নগর উন্নয়ন খন্ডে পৌঁছে ওই উন্নয়ন খন্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘুরে দেখবেন। তারপর বেলা ১২টায় দুল্লভছড়া উন্নয়ন খন্ডে পৌঁছাবেন এবং ওই উন্নয়ন খন্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন করবেন। দুল্লভছড়া থেকে বেলা ২টায় বাজারিছড়া পৌছাবেন মন্ত্রী এবং মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন। এরপর বেলা ২টা ৪৫মিনিট থেকে লোয়াইরপোয়া উন্নয়ন খন্ডেও অনুরুপভাবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন করবেন। লোয়াইরপোয়া থেকে বিকাল ৪টা ৪৫মিনিটে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি কারয্যালয়ে পৌঁছে দলের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন। ওইদিনই সন্ধ্যা ৬টা ১০মিনিটে মন্ত্রী জেলা আয়ুক্ত কারয্যালয়ের সভাকক্ষে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, খাদ্য গণবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পর্য্যালোচনা বৈঠক করবেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রী করিমগঞ্জে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে শিলচর ফিরে যাবেন।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মেজাজ হারালেন কল্যাণ, বচসায় জড়ালেন আইনজীবীর সঙ্গে

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : আর জি করের ঘটনায় বিচার চেয়ে সোমবার পথে নেমেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সমস্ত পক্ষের আইনজীবীরা যোগ দিয়েছিলেন সেই মিছিলে। ছিলেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্যও। কিন্তু মিছিলের শেষ পর্যায়ে আচমকাই মেজাজ হারালেন কল্যাণ। হাইকোর্ট চত্বরে এক আইনজীবীর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় তাঁর। শেষে অন্য আইনজীবীরা এসে কল্যাণকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। কল্যাণের এই ব্যবহার দেখে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, প্রবীণ একজন আইনজীবী তথা সাংসদের কাছ থেকে এই ব্যবহার কাম্য নয়।

নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত রাখীবন্ধন, প্রভাত ফেরিতে অংশ নিলেন মেয়র

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার রাখী বন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে সোমবার দক্ষিণ কলকাতার রাখী সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত প্রভাত ফেরিতে অংশ নেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।হাওড়ার বাগনানে স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের রাখী পরান পুলিশ কর্মীরা। সবংয়ে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে সামিল হলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। কালনা সুপার স্পেশালিটি ও মহাকুমা হাসপাতালে রাখী বন্ধন উৎসবে চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে সামিল হন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মেদিনীপুর শহরে পথ চলতি ব্যক্তিদের হাতে রাখী পরায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

কলকাতায় ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা দুঃখজনক : পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সোমবার রাখীবন্ধনের দিন উদ্বেগ প্রকাশ করে পীযূষ গোয়েল মন্তব্য করেছেন, কলকাতায় ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা দুঃখজনক। পীযূষ গোয়েল বলেছেন, তিনি সমস্ত মহিলা এবং মেয়েদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। মন্ত্রী আরও বলেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা দেশ বরদাস্ত করবে না। পীযূষ গোয়েল এদিন নতুন দিল্লিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অধীনে নাগরিকত্ব পাওয়া মহিলাদের সঙ্গে রাখীবন্ধন উদযাপন করেছেন। এই উপলক্ষে মন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন, দেশ সর্বদা তাদের রক্ষা করবে।

ছোটদের থেকে রাখী পরলেন রাজনাথ, রাখীবন্ধন উৎসবে সামিল দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সোমবার সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে রাখীবন্ধন উৎসব। সেই উৎসবে সামিল হয়েছেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। ছোটদের হাত থেকে রাখী পরলেন রাজনাথ সিং, এভাবেই রাখীবন্ধন উৎসবে সামিল হয়েছেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সম্ভিদ গুরুকুলম গার্লস সৈনিক স্কুলের ছাত্রীরা সোমবার দিল্লিতে রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে রাখী বাঁধে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সৈনিক সংস্থার উষা রানা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বাসভবনে দেখা করেন এবং রাখীবন্ধন উপলক্ষে রাখী বাঁধেন।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

টিভি, মোবাইল থেকে চোখ সরাতে চায় না খুদে? কী ভাবে তাকে বইমুখী করবেন

বই পড়া নিঃসন্দেহে ভাল অভ্যাস। কিন্তু বইপ্রেমীদের দুঃখ, নতুন প্রজন্ম বই পড়ে না। শিশুরা গল্প শোনার বদলে, বই পড়ার বদলে মোবাইলে কার্টুন দেখতে ব্যস্ত। ছোট বয়সেই তারা দিব্যি মোবাইল গেমে হাত পাকিয়েছে। তবে এ জন্য তাদের দোষও দেওয়া যায় না। বহু বাড়িতেই খুদে সদস্যদের সঙ্গ দেওয়ার লোকের অভাব। গল্প শোনানোর কেউ নেই। কিন্তু বইয়ের আগ্রহ তৈরি করতে গেলে বাড়িতে সেই পরিবেশ থাকা দরকার।কী ভাবে খুদেকে বই পড়ায় উৎসাহ দেবেন।

উপহার -খেলনার জন্য খুদে বায়না করলে, তা কেনার পাশাপাশি বইয়ের দোকানেও নিয়ে যান। রঙিন বইয়ের সম্ভার দেখিয়ে তাকে বেছে নিতে বলুন। বাড়িতে এসে সেই বইটা দিয়ে দেখুন, সে কী করছে? নিজে থেকে বই খুলতে না চাইলে অভিভাবককে তার সঙ্গে বসে বইয়ের গল্প করতে হবে। ছোটবেলায় কী ভাবে বই কিনতেন, কোথা থেকে পড়তেন, সেই গল্পও বলতে পারেন।

বইয়ের ঘর- বাড়ির এক কোণে বা ঘরে বই রাখুন। ছোটরা অনুকরণপ্রিয়। বড়দের দেখেই শেখে। দিনের কোনও একটা সময় সে যদি বাবা, মা অথবা বাড়ির অন্যদের বই পড়তে দেখে, তা হলে তার মধ্যেও ধীরে ধীরে কৌতূহল তৈরি হবে।সন্তানের বয়সি অন্য শিশুদের জন্মদিনে উপহার হিসাবে বই তুলে দিন, তা হলেও খুদেটি বই সম্পর্কে সচেতন হতে শিখবে। খেলার ছলে পড়া খুদেকে কিনে দেওয়া বইয়ের গল্প বলা শুরু করুন। খানিকটা মুখে বলার পরে বইটা খুলে পড়তে পারেন। কিছুটা পড়ার পর খুদেকে বলুন জোরে জোরে কয়েকটা লাইন পড়ে শোনাতে। কিছুটা আপনি, কিছুটা সন্তান পড়বে। এ ভাবে মজা করেই তার মধ্যে বই সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা যেতে পারে।

বইমেলা -শীতের দিনে বিভিন্ন জায়গায় মেলা হয়। মেলায় ঘুরতে গিয়ে বইয়ের স্টলে সন্তানকে নিয়ে যেতে পারেন। তাকে বই পছন্দ করতে বলুন। বই কিনে দিন। বিভিন্ন মেলায় নিয়ে গিয়ে বই কিনে দিলে, তার মধ্যেও ধারণা জন্মাবে, মেলা থেকেও বই কিনতে হয়। শিশুকে মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করুন, সে কী পড়েছে। গল্পটা তাকে বলতে বলুন।

জীবনে সুস্থ ভাবে এগিয়ে চলতে কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলা দরকার?

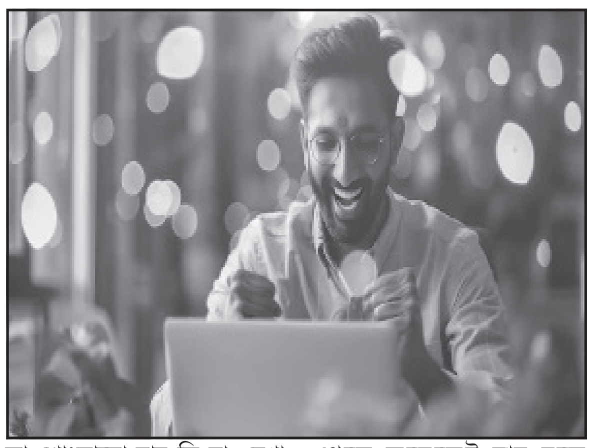

সামান্য আঘাতেই কেউ ভেঙে পড়েন, অনেকে আবার অনেক ঝড়ঝাপটা সামলেও দৃঢ় ভাবে এগিয়ে চলতে পারেন। মানসিক দৃঢ়তাই কঠিন পরিস্থিতিতেও মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্ত দিক সামলাতে সাহায্য করে। মানুষ ভেদে মানসিক ক্ষমতাও বিভিন্ন রকমের। একই পরিস্থিতিতে এক এক জনের ভাবনা, নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা এক এক রকম হয়।

একজন মানসিক ভাবে শক্তিশালী মানুষ সহজেই পরিস্থিতি সামলে নিতে পারেন। কখনও কখনও পরিবেশ-পরিস্থিতি কোনও মানুষকে মানসিক ভাবে শক্ত করে তোলে। আবার কখনও জীবন বা পরিস্থিতি সম্পর্কে যে কোনও মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও মানসিক শক্তি বা শান্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন কোন ভুল আপনাকে দুর্বল করে দিতে পারে? পরিস্থিতিকে দোষারোপ করা কঠিন পরিস্থিতিতে বহু মানুষই কাঁদতে বসেন। ভাগ্যকে দোষারোপ করেন। প্রশ্ন তোলেন, তাঁর সঙ্গে কেন এমন হল? দুঃখের দিনে কাঁদলে মন হালকা হয়। তবে ক্রমাগত নিজের কপাল না চাপড়ে, কঠিন পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। নিজেকে বোঝানো দরকার, কঠিন হলেও সত্যকে মেনে নিতে হবে। জীবনের ভালমন্দকে সহজে মেনে নেওয়ার ভাবনা, একজন মানুষের এগিয়ে চলার পথকে খানিকটা সহজ করে দিতে পারে। পরিস্থিতিকে না দুষে, নতুন করে সমস্ত কিছু কী ভাবে গুছিয়ে নেওয়া যায়, ভাবা দরকার।

সমস্যা এড়িয়ে চলা

ভুলকে গুরুত্ব না দেওয়া, সমস্যা দেখলে এড়িয়ে চলা মানসিক ভাবে দুর্বলতার লক্ষণ। মানসিক ভাবে শক্তিশালী হতে গেলে, ভুল বা সমস্যাকে না এড়িয়ে তার মোকাবিলা করা দরকার। ভুল হলে তা শোধরানো যায় কি না, দেখা প্রয়োজন। যদি তা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে একই ভুল যাতে না হয়, তা-ও দেখতে হবে। অনেকেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ভয় পান। অঙ্ক মাথায় ঢোকে না বলে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ভয় না পেয়ে বেশি করে অঙ্ক কষলে, সমস্যার সমাধান সম্ভব। জীবনের অঙ্কও কিন্তু তেমনই। অতীত নিয়ে বসে থাকা অতীতের দুর্ঘটনা বা খারাপ অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই বার হতে পারেন না। কিন্তু মানসিক ভাবে শক্তিশালী মানুষ, সমস্ত খারাপ অনুভূতি, তিক্ততা সরিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। অতীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটলেও, তা মুছে ফেলার উপায় হল ভবিষ্যতের কথা ভাবা। সময়ের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মনে সাহস নিয়ে এগিয়ে না গেলে কিছুতেই অতীত নিয়ে দোলাচল কাটবে না।

পাঁচ উপায়ে সকালে ওঠা অভ্যাস করতে পারেন

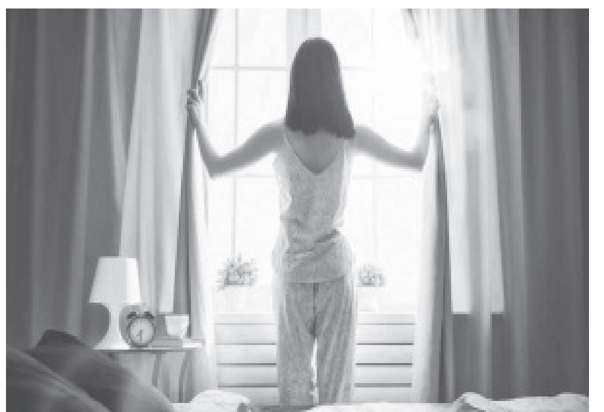

পাঠ্যবইয়ের ইংরেজি ছড়াতেই পড়েছেন, তাড়াতাড়ি ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠা মানুষকে স্বাস্থ্যবান, সম্পদশালী ও জ্ঞানী করে তোলে। কিন্তু ছড়ার কথা কে মনে রাখে? তবে ভোরের ঠান্ডা হাওয়া, নরম রোদ্দুর, শিশির ভেজা ঘাসে হাঁটলে শুধু শরীর নয়, মনও ভাল থাকে। ভোরবেলা চারপাশে শব্দ থাকে না সে ভাবে। এ সময় মনও শান্ত থাকে। তাই ভোরে উঠে শরীরচর্চা করা, সকালে সময় ধরে পড়া সুঅভ্যাস। ঘুমের পর শরীর-মন তরতাজা থাকায় পড়াশোনা ভাল হয়। কিন্তু অনেকেই বলবেন, এ তো জ্ঞানের কথা। অত সকালে উঠতে গেলেই আলস্য চেপে বসে। তা হলে কী করে ভোরে ওঠার অভ্যাস তৈরি করবেন?

সময়ে ঘুম

ভোরে বা সকালে উঠতে না পারার অন্যতম কারণ রাতে দেরিতে ঘুমোনো। দীর্ঘ ক্ষণ মোবাইল দেখা। যদি প্রতি রাতে ১টায় ঘুমোতে যান, তা হলে সময় একটু একটু করে এগোতে হবে। প্রথম ধাপে ১২টার মধ্যে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে হবে। ঘুম না এলেও ১২টার আগেই ঘরে মৃদু আলো জ্বালিয়ে বা অন্ধকার করে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে হবে। স্নায়ুতন্ত্রকে শিথিল করতে সাহায্য করে এমন কোনও সুর চালিয়ে দিতে পারেন।

ঘড়ি ধরে ওঠা

সকাল ৯টায় ওঠার অভ্যাস থাকলে প্রথম দিনেই ভোর পাঁচটায় উঠতে গেলে কিছুতেই কাজ হবে না। ৯টার বদলে সাড়ে ৮টায় অ্যালার্ম দিন। মনকে বোঝাতে হবে, কিছুতেই অ্যালার্ম বন্ধ করে ঘুমোনো যাবে না। এ ভাবে ধীরে রাতে শোওয়ার সময় ও সকালে ওঠার সময় আধ ঘণ্টা করে এগিয়ে আনতে হবে। এক সপ্তাহ সাড়ে ৮টায় ওঠার অভ্যাস করার পরের সপ্তাহে ৮টায় উঠতে হবে। এ ভাবে ১৫ দিন কাটলে, সময় আরও একটু এগোতে হবে।

হাঁটতে বের হওয়া

সাড়ে আটটা মোটেই হাঁটতে যাওয়ার সময় নয়। তবু যদি সেই সময় উঠে ছাদে যেতে পারেন বা বাজারে চলে যেতে পারেন, তা হলে ধীরে ধীরে ভাল লাগা তৈরি হবে। ছাদে গিয়ে হালকা ব্যায়ামও করে নিতে পারেন। বাগান থাকলে গাছে জল দিতে পারেন।

মোবাইল কিছু ক্ষণ বাদ দিন

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মোবাইল নিয়ে বসে গেলে কিছুতেই ঘুম আসবে না। বরং মোবাইলে কোনও গল্প শুনতে পারেন। কিংবা শোওয়ার আগে বই পড়তে পারেন। আরামদায়ক পোশাক পরে ঘুমোতে যান। এই বিষয়গুলিও ঘুম আনতে সাহায্য করে।

বন্ধুবান্ধব

বন্ধুবান্ধব একসঙ্গে যদি সকালে কয়েক দিন সাইকেল নিয়ে ঘোরার পরিকল্পনা করেন, তা হলে দেখবেন, উঠতে এত কষ্ট হচ্ছে না। যে কাজে আনন্দ থাকে, সেই কাজের জন্য সহজেই অভ্যাস বদলে যায়। অভ্যাস বদলে প্রাপ্তি কী হচ্ছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। না হলে কাজ হবে না।

চাউমিন নয়মিত খেলেও বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে

অনেক ক্ষণ অফিসে কাজ করছেন। পেটের মধ্যে খিদে হঠাৎ চনচনিয়ে উঠল। ঠিক হল সহকর্মীরা সকলে মিলে চাউমিন খাবেন। অথবা রবিবারের সকাল। জলখাবারে খুদের বায়নাক্কা মেটাতে চটজলদি বানিয়ে ফেললেন সুস্বাদু চাউমিন। ছোট থেকে বড়, বয়স নির্বিশেষে প্রায় সকলেই চাউমিন খেতে পছন্দ করেন। চটজলদি বানিয়ে ফেলা যায়। পেটও ভরে। অনেকের ধারণা রাস্তার ধারে তেলমশলা দেওয়া অন্যান্য যত ধরনের খাবার পাওয়া যায়, তার চাইতে চাউমিন নিরাপদ। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এমন ধারণা মনে পুষে রাখা একেবারেই ঠিক নয়। দীর্ঘ দিন ধরে চাউমিন খাওয়ার ফল মারাত্মক হতে পারে। শুধু নুডলস বা চাউমিন নয়, ময়দাজাত যে কোনও খাবার বেশি খেলে একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। অতিরিক্ত চাউমিন খেলে শরীরে কী কী ক্ষতি হতে পারে? ১) নুডলস তৈরি হয় মূলত ময়দা দিয়ে। ফলে সংরক্ষণের জন্য এতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক মেশানো হয়। যা শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। দীর্ঘ দিন ধরে চাউমিন খেলে কমতে থাকে হজমক্ষমতাও। ২) নুডলসে "মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট" নামক একটি রাসায়নিক মেশানো হয়। দীর্ঘ দিন ধরে শরীরে এই রাসায়নিক যৌগ প্রবেশ করার ফলে বাড়তে থাকে রক্তচাপ।

৩) দীর্ঘ দিন ধরে চাউমিন খেলে বিপাকহার কমে যায়। ফলে ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৪) চাউমিন বা ময়দাজাত খাবারে ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। এই ধরনের ফ্যাট হার্টের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

৫) অতিরিক্ত ময়দা পেটের জন্যও ভাল নয়। হজমের গোলমাল তো বটেই, কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা ইরিবেটেল বাওয়েল সিনড্রমের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে।

পিতলের বাসনের কালচে ছোপ কিভাবে পরিস্কার করবেন

বাড়িতে বিশেষ পুজো থাকলে সযত্নে তুলে রাখা সব বাসন তো বার করতেই হয়। সাধারণত বেশির ভাগ বাড়িতেই পুজোর বাসনগুলি বেশ পুরনো হয়। সেই বাসন পরিষ্কার করা বেশ কসরতের কাজ। বিশেষ করে পিতলের বাসনের কালচে দাগ ওঠাতে যেন কালঘাম ছুটে যায়। অথচ বিশেষ কোনও পুজোর আগে বাসনগুলি পরিষ্কার না হলে দেখতে মোটেও ভাল লাগে না।

জেনে নিন, কী কী ব্যবহার করলে পিতলের বাসন সহজেই চকচকে হয়ে যায়।

ভিনিগার আর বেকিং সোডার মিশ্রণ: পিতলের বাসন ঝকঝকে করে তুলতে ভিনিগার আর বেকিং সোডার মিশ্রণ দারুণ কাজে আসে। দু'টি উপাদানই সম পরিমাণে নিয়ে একটি বাটিতে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার স্পঞ্জে মিশ্রণটি নিয়ে ভাল করে বাসনে মাখিয়ে নিন, মিনিট পনেরো পর জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন।

টোম্যাটো সস পকোড়া হোক কিংবা নুডলের সঙ্গে খাওয়ার জন্য প্রায় প্রতিটি হেঁশেলেই টোম্যাটো সসথাকে। পিতলের বাসন পরিষ্কার করতে এই সস কাজে আসতে পারে। একটি সুতির কাপড়ে বেশি করে সসনিয়ে বাসনের গায়ে মাখিয়ে নিন। মিনিট দশেক পরে ভাল করে ঘষে ঘষে জলে ধুয়ে নিন। এই উপায়ে পরিশ্রম কিংবা কোনও রকম ঝক্কি ছাড়াই পিতলের বাসন ঝাঁ-চকচকে হয়ে যাবে।

লেবু ও নুনের স্ক্রাব: পিতলের বাসন পরিষ্কার করার জন্য বাসন পরিষ্কার করার তরল সাবানের সঙ্গে সামান্য নুন আর লেবুর রস মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এ বার পুজোর বাসনে মিশ্রণটি ভাল করে মাখিয়ে রেখে দিন মিনিট দশেকের জন্য। তার পর স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নিন। পিতলের বাসন একেবারে চকচক করবে।

অ্যালগি কী? স্পর্শকাতর ত্বকের যত্নে কী ভাবে করে

ছোটবেলায় পুকুরে সাঁতার কাটতে নেমে পায়ে শৈবালদাম জড়িয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে ভয়ে আর সে মুখো হননি। তবে পুকুরের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে যেমন বিভিন্ন প্রকার মাছ, জলজ প্রাণীর প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই প্রয়োজন রয়েছে শ্যাওলার। কিন্তু সেই শ্যাওলা যে ত্বকচর্চার কাজে লাগতে পারে, তা কোনও দিন শুনেছেন কি?

ত্বকের চিকিৎসকেরা বলছেন, ত্বকের নামীদামি প্রসাধনী, রাসায়নিক চিকিৎসাকে গুনে গুনে গোল দিতে পারে এই শৈবালদাম। তবে নদী বা পুকুরে যে ধরনের শ্যাওলা দেখা যায়, মুখে মাখার শ্যাওলা তেমন নয়। এই ধরনের শ্যাওলা সাধারণত সমুদ্রের তলদেশে দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় "অ্যালগি"। নীলচে-সবুজ রঙের এই জলজ এককোষী জীব নানা রকম খনিজের উৎস। ত্বকচর্চায় এই জলজ জীব ব্যবহারের প্রচলন বিদেশে ছিলই। কোরিয়া, জাপান, চিনের নানা রকম প্রসাধনীর মতো এই অ্যালগি-যুক্ত প্রসাধনীর কদর এ দেশেও সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কী এমন আছে "অ্যালগি"তে?

ত্বকের চিকিৎসকেরা বলছেন, অ্যালগির মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ভিটামিন, খনিজ, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই সমস্ত উপাদান ত্বকের জন্য ভাল। এ ছাড়াও রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেটিভ উপাদান। যা ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতেও সাহায্য করে। ত্বকের পেলবতা বজায় রাখতে ইদানীং হায়ালুরনিক অ্যাসিড ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অ্যাসিড কিন্তু রাসায়নিক নির্ভর। এই অ্যাসিডটির প্রাকৃতিক বিকল্প হতে পারে অ্যালগি।

রূপচর্চা বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ত্বকের বেশির ভাগ সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে আর্দতার অভাব। অ্যালগিতে রয়েছে পলিস্যাকারাইড। এই পলিস্যাকারাইড আসলে এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট। ত্বকের আর্দতা ধরে রাখতে এই পলিস্যাকারাইডের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া অ্যালগিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন সি এবং ই, এই তিনটি উপাদান পরিবেশের দূষণজনিত সমস্যা রোধ করতে সাহায্য করে। যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক, তাঁদের জন্যও উপকারী বিশেষ এই "শ্যাওলা"।

কী ভাবে মাখবেন "অ্যালগি"?

মুখে অ্যালগি মাখার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল প্যাক বা মাস্ক তৈরি করে মেখে ফেলা। অনলাইনে এখন বিভিন্ন সংস্থার অ্যালগির গুঁড়ো কিনতে পাওয়া যায়। গোলাপজল, অ্যালো ভেরা জেল এবং অ্যালগির গুঁড়ো মিশিয়ে সেই মিশ্রণ মুখে ফেলা যায়। এত ঝক্কি পোহাতে না চাইলে "রেডিমেড" অ্যালগি ফেসপ্যাক কিনে ফেলতে পারেন। মুখে মেখে মিনিট কুড়ি রেখে ধুয়ে ফেলুন।

ভেজা চুল শুকোনোর জন্য বিশেষ ধরনের ব্রাশ

সালোঁ কর্মীরা যেমন এক কাঁধে হেয়ার ড্রায়ার রেখে অন্য হাত দিয়ে ব্রাশের সাহায্যে চুল পেঁচিয়ে ধরেন, তেমনটা নিজে হাতে করতে চান। একাধিক ভিডিয়ো, রিল দেখার পরেও কিছুতেই তা ব্যবহার করতে পারছেন না। ওই ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াতে গেলে কাজের কাজ তো হচ্ছেই না, উল্টে ছিঁড়ছে বেশি। এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে ইদানীং বাজারে নতুন একটি যন্ত্র এসেছে।

সেটি হল হেয়ার ড্রায়ার ব্রাশ। অর্থাৎ একটি যন্ত্রের সাহায্যেই চুল শুকনো এবং আঁচড়ানো দু'টিই হবে। কিন্তু সেটি কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে?

১) প্রথমে শ্যাম্পু করা চুলে তোয়ালে জড়িয়ে রাখুন।

২) তাপ থেকে চুলের ক্ষতি রুখতে "হিট প্রোটেক্টর স্প্রে" মেখে নিন। চুল যেন আধ শুকনো হয়ে যায়।

৩) এ বার মাথার মাঝখান থেকে সিঁথি কেটে চুল দু'ভাগ করে নিন।

৪) মূল দু'ভাগের মধ্যে থেকে অল্প অল্প চুল নিয়ে এক একটি ভাগ ক্লাচার ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখুন।

৫) হেয়ার ড্রায়ার ব্রাশটি আগে থেকে গরম করে রাখুন।

৬) এ বার একটি করে ক্লাচার খুলে ব্রাশে চুল জড়িয়ে নিন।

৭) খুব যত্ন করে গোড়া থেকে নীচের দিকে যন্ত্রটি টেনে নিয়ে আসুন।

৮) মাথার "ক্রাউন" অর্থাৎ তালুর দিকে নজর দিতে হবে। কপালের উপরের দিক থেকে খানিকটা চুল নিয়ে ব্রাশের সাহায্যে উল্টো দিকে টেনে তলার অংশ গোল করে ঘুরিয়ে নিন।

৯) চুলের কায়দা ধরে রাখতে হেয়ার স্প্রে ছড়িয়ে নিতে পারেন।

রাখীবন্ধনের শুভেচ্ছা জানালেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই

রায়পুর, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সোমবার সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে রাখীবন্ধন উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সকল নাগরিকের সুখ, সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি বলেন, ভাই ও বোনের মধ্যে ভালবাসা এবং বিশ্বাসের উৎসব রাখীবন্ধন। এটি আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই দিনে বোনেরা তাদের ভাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখী বেঁধে দেয় এবং ভাইরা তাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই উৎসব ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন যে, রাখীবন্ধন উৎসব সমস্ত ভাইদের মহিলাদের সম্মান, সুরক্ষা এবং পরিচয়ের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে।

উল্লেখ্য, রাখীবন্ধন হিন্দুদের এক বিশেষ উৎসব যা শ্রাবণ মাসে পালিত হয়। রাখীবন্ধন উৎসব মূলত ভাই ও বোনের বন্ধন ও ভালবাসার সম্পর্ককে উৎসাহিত করার উৎসব। এই দিনটি একে অপরের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়ার দিন। এই দিন বোন বা দিদিরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি পরিয়ে ভালবাসা জানায় এবং জীবনভর দাদা বা ভাইয়েরা তাদের নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

অন্যথা হল না এবারও, স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে রাখীবন্ধন উদযাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে সোমবার সমগ্র দেশে পালিত হয়েছে রাখীবন্ধন উৎসব। উৎসবে মাতলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে রাখীবন্ধন উৎসব উদযাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছোট ছোট পড়ুয়াদের সঙ্গে অন্য মেজাজে পাওয়া গেল প্রধানমন্ত্রী মোদীকে।স্কুল পড়ুয়ারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাতে রাখী বেঁধে দেয়। এই সময় কয়েকজন ক্ষুদে পড়ুয়ার সঙ্গে কথাও বলতে শোনায় যায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। প্রতিবারই স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে রাখীবন্ধন দিবস উদযাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, অন্যথা হল না এবারও।

বাংলা ফুটবলে স্মরণীয় নাম গোষ্ঠ পাল, রক্ষণে খেলার জন্য ছিল খ্যাতি

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): গোষ্ঠ পাল ছিলেন একজন বিখ্যাত বাঙালি ফুটবলার। বাংলার ফুটবলে স্মরণীয় এক নাম। রক্ষণে খেলার জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। গোষ্ঠ পাল বাংলাদেশের নড়িয়ার ভোজেস্বর গ্রামে ১৮৯৬ সালের ২০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শ্যামলাল পাল ব্যবসায়ী হলেও তিনি ব্যবসায়ী হননি। ফুটবলকে ভালোবেসে তিনি ফুটবলারই হয়েছিলেন। গোষ্ঠ পাল ফুটবল খেলে উপমহাদেশে সেই বিংশ শতাব্দীতে নাম কুড়ালেও কখনোই বাংলাকে ভোলেননি। তিনি কলকাতার 'সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশন'-এ স্কুলজীবন কাটিয়েছেন। তাঁর আত্মজীবনীতেও তিনি বারবার লিখেছেন বাংলার কথা, তৎকালীন পূর্ব বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) কথা। গোষ্ঠ পাল ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলা আরম্ভ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি কলকাতার কুমোরটুলি ক্লাবে যোগ দেন। সেখানে খেলেছিলেন ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনের সাহায্যে তিনি ১৯১২ সালে মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন। এর আগের বছরই মোহনবাগান বিদেশীদের হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল। মোহনবাগানের হয়ে তিনি প্রথম খেলেন ১৯১৩ সালে। ২৩ বছর মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন।১৯২১ সাল থেকে তিনি টানা পাঁচ বছর বাগানের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল একটাই টুর্নামেন্ট হারকিউলিস কাপে খেলে। সেবার মোহনবাগান থেকে তাকে হায়ারে নিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল এবং চ্যাম্পিয়নও হয় লাল-হলুদ।১৯২৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় দলেরও অধিনায়কত্ব পান। খেলতেন রাইট ব্যাক পজিসনে। খেলার সময় বুটপরা ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়দের তিনি খালি পায়ে খেলে প্রতিরোধ করতেন। ভারতীয় দল নিয়ে ১৯৩৩ সালে তিনি সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) যান। তিনি ফুটবলের পাশাপাশি হকি, ক্রিকেট ও টেনিসও খেলতেন। ১৯৩৫ সালে ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে প্রথম ফুটবলার হিসেবে পদ্মশ্রী পুরস্কার পান গোষ্ঠ পাল। পরবর্তীকালে তাঁর নামে ডাকটিকিট বেরিয়েছে, রাস্তার নামকরণ হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৮ এপ্রিল। 'ফুটবল দেবতা' সে দিন হারিয়ে গিয়েছিলেন চিরঘুমের গভীরে।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের পথে নামলেন মহিলারা, বিচার চাইলো নারী-কণ্ঠ

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে আবারও নারীদের সোচ্চার হতে দেখা গেল। বিচার চাইলো নারী-কণ্ঠ। উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা, বনগাঁয় প্রতিবাদ মিছিল করলেন অসংখ্য মহিলারা। আবার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরেও মহিলারা প্রতিবাদ মিছিল করেন।রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা স্টেশন এলাকায় প্রায় কয়েকশো মহিলা জড়ো হন, হাবরা স্টেশন এলাকায় জড়ো হয়ে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে সোচ্চার হন। দোষীদের শাস্তির দাবি জানান সবাই। আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে মশাল জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন কৃষ্ণনগরের নাগরিকরা। রবিবার রাতে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে থেকে মশাল জ্বালিয়ে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। আবার আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষদেরও সামিল হতে দেখা গিয়েছে। বনগাঁ ত্রিকোণ পার্ক থেকে মশাল হাতে মিছিল শুরু করেন পুরুষরা।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটছে, এমনটা চলতে পারে না : রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যপাল বোস বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটছে, এমনটা চলতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস সোমবার সকালে রাখি বন্ধন দিবস উপলক্ষ্যে রাজভবনে মহিলা নেত্রী এবং ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেছেন।এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল বলেছেন '..পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবক্ষয় হচ্ছে...এমনটা চলতে পারে না। আমাদের মেয়ে ও বোনেদের রক্ষা করার শপথ নিতে হবে। সমাজটা এমন হওয়া উচিত যেখানে আমাদের নারীরা খুশি ও সুরক্ষিত বোধ করবেন। আমাদের বোনদের প্রতি নিজেদের মিশনে আমাদের ব্যর্থ হয়েছি। সমস্ত পুরুষের নিজেদের সংশোধন করার সময় এসেছে।'

গ্রেফতারের শঙ্কায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ সুখেন্দু, মঙ্গলবার শুনানির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.) গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সোমবারই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সুখেন্দু, এমনটাই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, আর জি কর-কাণ্ডে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়কে নোটিস দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। হাজিরা দেননি তিনি, তাই হাজিরা না দেওয়ায় গ্রেফতারের আশঙ্কা করছেন সুখেন্দু।

আচমকাই সিবিআই দফতরে কুণাল, নথি দেওয়ার কথা জানালেন তৃণমূল নেতা

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আচমকা সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরের হাজির হলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, আর জি করের চিকিৎসক-পড়ুয়াদের কাছ থেকে পাওয়া বেশ কিছু নথি তাঁর কাছে আছে। সে সব সিবিআইকে দিতে চান তিনি। সেই কারণেই সিবিআই দফতরে পৌঁছেছেন। সাংবাদিকদের কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'আমি এখানে আমার ব্যক্তিগত কাজে এসেছি। কলকাতার বাইরে যাওয়ার আগে, আমাকে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তথ্য দিতে হবে, আমি সেই তথ্যের তালিকা নিয়ে এখানে এসেছি। এর পাশাপাশি কিছু জুনিয়র ডাক্তার সিবিআইকে কিছু তথ্য দিতে চান। কিন্তু তাঁদের কাছে এটা দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই, তাই তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যদি এই তথ্য সিবিআই-এর কাজে লাগে, তাহলে তাঁরা (জুনিয়র ডাক্তার) সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।'

পাটনায় রেল হাসপাতালে আগুন-আতঙ্ক! দগ্ধ ও আহত বেশ কয়েকজন

পাটনা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আগুন লাগল পাটনা জংশন রেল হাসপাতালে। সোমবারের এই অগ্নিকাণ্ডে বেশ কয়েকজন দগ্ধ ও আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন রোগীও রয়েছেন। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। হাসপাতালের প্রথম তলায় স্টোরেজ রুম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পাওয়ার পর আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। প্রচুর ভিড়ের কারণে হাসপাতালে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় দমকল কর্মীদের।এই হাসপাতালে কমপক্ষে ১৫০ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সবাইকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত রোগী সুরক্ষিত রয়েছেন। শেষ খবর অনুযায়ী, আগুন আয়ত্তে এসেছে।

জওয়ানদের হাতে রাখী বেঁধে মিষ্টিমুখ করালেন উপত্যকার মহিলারা

শ্রীনগর, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সোমবার দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে রাখীবন্ধন উৎসব। এই উৎসব থেকে বাদ পড়লেন না দেশের জওয়ানরাও। জম্মু ও কাশ্মীরের উরি সেক্টরের সোনি গ্রামে কর্তব্যরত সেনাবাহিনীর হাতে রাখী বেঁধে দিলেন স্থানীয় মহিলারা। সঙ্গে সেনাদের তাঁরা মিষ্টিমুখও করালেন।

উল্লেখ্য, রাখীবন্ধন হিন্দুদের এক বিশেষ উৎসব যা শ্রাবণ মাসে পালিত হয়। রাখীবন্ধন উৎসব মূলত ভাই ও বোনের বন্ধন ও ভালবাসার সম্পর্ককে উৎসাহিত করার উৎসব। এই দিনটি একে অপরের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়ার দিন। এই দিন বোন বা দিদিরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি পরিয়ে ভালবাসা জানায় এবং জীবনভর দাদা বা ভাইয়েরা তাদের নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

গাছকে রাখী পরালেন নীতীশ, অন্যভাবে রাখীবন্ধন উদযাপন বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর

পাটনা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): অন্যভাবে রাখীবন্ধন উৎসব উদযাপন করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। গাছকে রাখী পরালেন তিনি, চারাগাছও রোপণ করেছেন। রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সোমবার পাটনার ইকো পার্কে একটি গাছে রাখী বাঁধেন নীতীশ কুমার। বিহারে এদিন গাছ সুরক্ষা দিবসও পালিত হয়েছে। গাছে রাখি বেঁধে, গাছ রক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেন নীতীশ কুমার।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মন্ত্রী প্রেম কুমার। তিনি বলেছেন, 'প্রতি বছরের মতো এ বছরও রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গাছের সুরক্ষা অপরিহার্য। এরই প্রেক্ষিতে বিহারে বন সুরক্ষা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে আমরাও গাছে রাখী বেঁধেছি। রাখীবন্ধন উপলক্ষ্যে বিহারের মানুষ এগিয়ে এসেছেন, গাছ রক্ষায় অঙ্গীকার নিয়েছেন।'

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন ফড়নবীশ, কটাক্ষ সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ১৯ আগস্ট (হি.স.): বিজেপি নেতা তথা মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে তীব্র কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কটাক্ষ করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন ফড়নবীশ। সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রে কেউই দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে আর গুরুত্ব দেন না। একটা সময় ছিল যখন মানুষ তাঁকে গুরুত্ব দিত। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, কারণ তাঁরা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিতে চায়।'

আর জি কর কাণ্ড : নির্মাণ ভবনের বাইরে আউটডোর পরিষেবা চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : আরজি কর কাণ্ডে সরব গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে অভিনব প্রতিবাদের ডাক দিলেন দিল্লির রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের সংগঠন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ঠিকানা যেখানে, সেই নির্মাণ ভবনের সামনে আউটডোর চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কথা জানান তাঁরা। রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়, রাস্তায় আউটডোর পরিষেবার মাধ্যমেই আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো হবে। দিল্লির নির্মাণ ভবন অর্থাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দফতরের বাইরে বসে রোগীদের পরিষেবা দেওয়া হবে। তবে জরুরি পরিষেবা হাসপাতালে আগের মতোই চালু থাকবে। প্রতিবাদী চিকিৎসকরা সাফ জানিয়েছেন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করলে পুরোদমে কাজে যোগ দেবেন না তাঁরা।

রাখি উৎসবে বিএসএফ জওয়ানদের মিষ্টিমুখ ভারত বিকাশ পরিষদের

করিমগঞ্জ (অসম) ১৯ আগস্ট (হি.স.) : দেশজুড়ে মহাসমারোহে পালন করা হচ্ছে রাখি উৎসব। পূর্ণিমার শুভক্ষণে ভাইয়ের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছেন বোনেরা। শুধু বোন ভাইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এই উৎসব। সম্প্রতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে রাখি বন্ধন উৎসবে সামিল তামাম দেশবাসী। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয় সীমান্ত শহর। ভারত বিকাশ পরিষদ করিমগঞ্জ শাখার উদ্যোগে সোমবার রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১৩৪ নম্বর বাহিনীর জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। বালিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে সংস্থার মহিলা সদস্য বোনেরা বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। পাশাপাশি তাদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। দেশ রক্ষা করার জন্য বিএসএফের জওয়ানরা বহু দূর দুরান্ত থেকে সীমান্ত এলাকায় এসে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। দেশ ও দেশ মাতৃকাকে রাখার জন্য তারা মা-বাবা স্ত্রী-সন্তানসহ আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকেন। সে কারণেই তাদের কে আপন করে নেওয়ার লক্ষ্যে ভারত বিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকে রাখি বন্ধন উৎসবের দিনে প্রতিটি বিএসএফ জওয়ান ও অফিসারের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে জানান পরিষদের কর্মকর্তারা।

সপরিবার মহাকাল দর্শন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের

উজ্জয়িনী, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সোমবার উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দির দর্শন করলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। শ্রাবণের শেষ সোমবার উপলক্ষ্যে এদিন তিনি বাবা মহাকালের দর্শন করেন।

জানা গেছে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাইয়ের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী কৌশল্যা সাই এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও। তাঁরাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাবা মহাকালের দর্শন করেন। উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই সোমবার মধ্যপ্রদেশ সফরে এসেছেন। এদিন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবের সাক্ষাতের কথা বলে জানা যাচ্ছে। সাক্ষাতের পর বিষ্ণু দেও সাই ফিরে যাবেন ছত্তিশগড়ে।

রাখীবন্ধনে কলকাতায় অপরিবর্তিত সোনা-রুপোর দাম

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সোমবার রাখীবন্ধনের উৎসবে মাতোয়ারা সমগ্র দেশ। বাদ যায়নি শহর কলকাতাও। কথায় বলে, রাখীপূর্ণিমার দিনে ঘরে সোনা আনলে সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ে। আর এদিন তিলোত্তমায় বাড়েনি সোনা-রুপোর দাম। অপরিবর্তিতই রইলো সোনা-রুপোর দর।

জানা গেছে, এদিন কলকাতায় ১৮ ক্যারাট ১ গ্রাম সোনার দাম ৫,৪৫৭ টাকা, ১০ গ্রাম সোনার দাম ৫৪, ৫৭০ টাকা, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৫,৪৫,৭০০ টাকা। এছাড়া ২২ ক্যারাট ১ গ্রাম সোনার দাম ৬,৬৭০ টাকা, ১০ গ্রাম সোনার দাম ৬৬, ৭০০ টাকা, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৬,৬৭,০০০ টাকা। আর ২৪ ক্যারাট ১ গ্রাম সোনার দাম ৭,২৭৭ টাকা, ১০ গ্রাম সোনার দাম ৭২,৭৭০ টাকা, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৭, ২৭,৭০০ টাকা। পাশাপাশি এদিন শহরে ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ৮৬০০ টাকা এবং এক কেজি রুপোর দাম ৮৬,০০০ টাকা।

বরাক নদী থেকে জীবন্ত উদ্ধার প্রেমিক যুগলকে

শিলচর (অসম) ১৯ আগস্ট (হি.স.): বরাক নদী থেকে জীবন্ত উদ্ধার করা হল প্রেমিক যুগলকে। রবিবার রাতে বরাক নদী থেকে যুবক-যুবতীকে উদ্ধার করেন দেবী বিসর্জনে থাকা লোকরা। ঐদিন রাতে শিলচর সদরঘাট সেতু থেকে বরাক নদীতে ঝাঁপ দেয় যুবক যুবতী। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে দুজনকে

নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থায় পালন করলেন ২১তম রাখি বন্ধন উৎসব, পথচারি, রিক্সা চালক, দিন মজুর শ্রমিকদের, মুসলিম ধর্মাবলম্বী শ্রমিকদের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টি মুখ করালেন সংস্থার সদস্যারা সবাই মিলে।

টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০ বছর পূর্তিতে বিশেষ টেস্টের আয়োজন হবে এমসিজিতে

মেলবোর্ন, ১৯ আগস্ট (হি.স.): টেস্ট ক্রিকেটের দেড়শ বছর পূর্তি হতে এখনও আড়াই বছরের বেশি সময় বাকি। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) সেই টেস্টের পর পেরিয়ে গেছে ১৪৭ বছর। আড়াই বছর পরে সেই বিশেষ এই মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ১৮৭৭ সালের ১৫-১৯ মার্চ বিশ্ব প্রথম টেস্ট ম্যাচ দেখেছিল ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। অর্থাৎ ২০২৭ সালে হবে এই টেস্ট সংস্করণের বয়স হবে দেড়শ বছর। সেদিন এক ইনিংস করে হওয়া মেলবোর্নের প্রথম টেস্টে ৪৫ রানে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে দ্বিতীয় টেস্ট ইংল্যান্ড জিতলে সিরিজ শেষ হয় ১-১ সমতায়। আর ঠিক হয়েছে প্রথম টেস্টের সেই ভেন্যু মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডেই (এমসিজি) টেস্ট ম্যাচের দেড়শ বছরের পূর্তি উদ্‌যাপন করবে দুই দল।

বিশেষ টেস্ট ম্যাচ নিয়ে সিএর প্রধান নির্বাহী নিক হকলি বলেছেন, 'দেড়''শ বছর পূর্তির টেস্ট ম্যাচটি হবে ২০২৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত সেই এমসিজিতেই। এই উদ্‌যাপনে ইংল্যান্ডকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য উন্মুখ হয়ে আছি আমরা।'

প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে দেশবাসীকে রাখীবন্ধনের শুভেচ্ছা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সোমবার রাখীবন্ধনে বোন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ছবি শেয়ার করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে একগুচ্ছ মিষ্টি মুহূর্তের ছবি দিয়ে তৈরি কোলাজ ভিডিয়ো শেয়ার করে দেশবাসীকে রাখীবন্ধনের শুভেচ্ছা জানান রাহুল। ছোটবেলার সাদাকালো ছবি থেকে শুরু করে রাজনীতির মাঠে ভাই—বোনের একে অপরের পাশে শক্ত ঢাল হয়ে দাঁড়ানো, টুকরো টুকরো মুহূর্ত দিয়ে গাঁথা ভাই—বোনের স্মৃতির কোলাজ দিয়ে এদিন রাখীবন্ধনের শুভেচ্ছা জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল।

এদিন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ভাই-বোনের মধ্যে অটুট ভালোবাসা ও স্নেহের উৎসব রাখীবন্ধনে দেশবাসীকে অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। সুরক্ষার এই সুতো সর্বদা আপনার পবিত্র সম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখুক।

ফের সিজিও কমপ্লেক্সে সন্দীপ, আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে ম্যারাথন জেরা

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ফের সিবিআই-এর জেরার মুখোমুখি আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। সোমবার সকালে ফের সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন তিনি, চলছে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ। এই নিয়ে চতুর্থ বার সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন তিনি। সোমবারও বেশ কিছু নথি নিয়ে দফতরে ঢুকতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সাংবাদিকরা একাধিক প্রশ্ন করলেও, নীরব ছিলেন সন্দীপ। আর জি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। গত বৃহস্পতিবার তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সে দিন হাজিরা দেননি। শুক্রবার রাস্তা থেকে সিবিআই-এর গাড়িতে ওঠেন সন্দীপ। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। তার পর থেকে প্রতি দিনই তাঁকে তলব করা হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ তিনি আবার সিবিআই দফতরে পৌঁছেছেন।

বাংলা নারীদের জন্য নিরাপদ জায়গা নয় : রাজ্যপাল বোস

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): বাংলা নারীদের জন্য নিরাপদ জায়গা নয়, বাংলা নিজস্ব নারীদের ব্যর্থ করেছে। এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে সোমবার রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'বাংলা নারীদের জন্য নিরাপদ জায়গা নয়। বাংলা নিজস্ব নারীদের ব্যর্থ করেছে। সমাজ নয়, বর্তমান সরকার নারী সমাজকে ব্যর্থ করেছে। বাংলার পুরানো গৌরব ফিরিয়ে আনা উচিত, যেখানে নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সমাজে সম্মানজনক স্থান ছিল।' রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল বোস বলেছেন, 'বোনরা হল ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি। আজ রাখি বন্ধনে ভাই এবং বোনের বন্ধন একটি সুন্দর উদযাপন। এটি এমন কিছু যা অন্তর থেকে আসে, ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়, যেখানে ভাই সুরক্ষার প্রতীক এবং বোন স্নেহের প্রতীক। সমগ্র বিশ্বের উচিত এর থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া।'

লা লিগা : লিগ চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিল মায়োর্কা

মাদ্রিদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.): লা লিগা শিরোপা ধরে রাখার অভিযানের শুরুটা ভালো হল না কার্লো আনচেলত্তির দলের। উজ্জীবিত ফুটবল খেলে মায়োর্কা লিগ চ্যাম্পিয়নদের কাছ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল। প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার ১-১ গোলে ড্র করে তারা। রদ্রিগো সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে সমতা টানেন ভেদাত মুরিচি।গত সপ্তাহে আতালান্তাকে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপ জিতে মরসুম শুরু করেছিল রিয়াল। সেদিন অভিষেকে গোল করে কিছুটা রাঙিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। লা লিগার শুরুতে তেমন কিছু করতে পারলেন এই ফরাসি তারকা। তাছাড়া এদিন জুড বেলিংহ্যামও কিছু করতে পারেননি। তাছাড়া এদিন পয়েন্ট হারানোর পাশাপাশি বড় ধাক্কা খেলো রিয়াল মাদ্রিদ।লাল কার্ড দেখেছেন ফেরলঁদ মঁদি। ফলে পরের ম্যাচ রবিবার রয়াল ভাইয়াদলিদের বিপক্ষে এই ফরাসি ডিফেন্ডার খেলতে পারবেন না।

ইংলিশ ফুটবল: চেলসিকে হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা ম্যানচেস্টার সিটির

স্ট্যামফোর্ড, ১৯ আগস্ট (হি.স.): লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানের সূচনাটা দুর্দান্ত করল ম্যানচেস্টার সিটি। আর এর পথ দেখালেন আর্লিং হলান্ড। তার শততম ম্যাচটায় গোল করে রাঙালেন আর্লিং হলান্ড। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ম্যাচের অষ্টাদশ মিনিটে নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার হলান্ড-এর গোলে এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি। দলটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০০ ম্যাচে তার গোল হল ৯১টি, আরও ১৫টি গোলে আছে তার অবদান। এরপর ৮৪ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে জয়টা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন কোভাচিচ।

মেঘলা আকাশ; স্বস্তির বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে, পারদ নামল তিলোত্তমায়

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, রোদের দেখা নেই। সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা ও শহরতলির আবহাওয়া এমনই, মনোরমই রয়েছে আবহাওয়া। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। রবিবার সারাদিনই অবিরাম বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই। আর এই বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নেমেছে, সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে মাত্র ০.১ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও।

করিমগঞ্জে রাখি উৎসব পালন সীমান্ত চেতনা মঞ্চের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে রাখি উৎসব পালন করলেন সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূর্বোত্তর, উত্তর করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ নগর কমিটি, বদরপুর নগর কমিটি, ভাঙ্গা সেক্টর কমিটি ও লক্ষীবাজার সেক্টর কমিটির কার্যকর্তা বৃন্দ। করিমগঞ্জের সীমান্তে কর্তব্যরত ১৬নম্বর বিএসএফ এর ষ্টিমার ঘাট বিওপি লক্ষীবাজার বিওপি, চরগোলা বিওপি, সরিষা বিওপি সহ বদরপুর পুলিশ ষ্টেশন, বদরপুর নগরের বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ে রাখি উৎসব পালন করার পাশাপাশি করিমগঞ্জ জেলাশাসকের কার্যালয়, করিমগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়, করিমগঞ্জ পুলিশ ষ্টেশনে কর্মীদের হাতে রাখি বেঁধে মিষ্টি মুখ করে পালন করা হয় উৎসবের দিনটি ।বিশেষ দিনে, দেশ সেবায় নিয়োজিত জওয়ানদের ভাতৃত্ব বোধে উদ্ভুত করে নিজেদের ধন্য মনে হচ্ছে বলে জানান, জেলা সভাপতি গৌতম দে। মঞ্চের আটটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত জেলায় আজ একই সঙ্গে রক্ষা বন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে বলেও জানান। উল্লেখ্য বাপ্পী সেন, সুভাষ রায় পরেশ দাস, কাঞ্চন দাস, সোমা দাস, গীতা ধূবী, মনিকা দে, মমতা হরিজন সহ বিশিষ্ট কার্যকর্তা বৃন্দেরা এদিন উৎসবে অংশ নেন।

করিমগঞ্জে গাঁজা সহ ধৃত এক

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জে গাঁজা সহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ। জানা যায়বহিঃরাজ্যে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে সদর পুলিশের জালে পড়েছে ত্রিপুরার গাঁজা পাচারকারী। ধৃত পাচারকারীকে ত্রিপুরার বাসিন্দা সুনীল সরকার বলে পরিচয় শনাক্ত করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য মতে, ধৃত পাচারকারী নিউ করিমগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে অটো রিক্সাতে করে করিমগঞ্জ এ এস টি সি বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার পথে সেন-কো পেট্রল পাম্পের সামনে আসার পর পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি করলে তার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ছয়টি প্যাকেটে প্রায় সাড়ে ছয় কেজি পরিমাণ গাঁজা। সদর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত সুনীল সরকারের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার মোবাইল হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করে জোর জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আগামীকাল মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

আর জি করের তিলোত্তমা কান্ডের প্রতিবাদী মিছিল ফকিরাবাজারে

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর হাসপাতালে তিলোত্তমা কান্ডে লজ্জিত গোটা দেশ। সোমবার সন্ধ্যায় এনিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায়। বৃষ্ঠি উপেক্ষা করে করিমগঞ্জের ফকিরবাজার ছাত্র সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত মোমবাতি মিছিলে জড়ো হন বৃহত্তর এলাকার সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীরা। ন্যায় বিচার তথা মিছিলকে সমর্থন করে এতে পা মেলান স্থানীয়রা। সন্ধ্যা ৭ টায় ফকিরবাজার রয়্যাল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের সম্মুখ থেকে মোমবাতি মিছিল বের করা হলে হাতে হাতে প্লে কার্ড ও মোমবাতি জ্বালিয়ে সমাপ্ত হয় পূর্ব ফকিরাবাজার জামে মসজিদের সামনে। ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ”ধর্ষকদের সাজা একটাই, ফাঁসি ছাড়া কথা নাই” স্লোগান তোলেন মিছিলে অংশগ্রহন কারীরা। এদিনের মোমবাতি মিছিলের শেষে পূর্ব ফকিরবাজার ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এক প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ইকবাল হুসাইন বলেন, আর জি কর কাণ্ড মুখে বলার মতো ভাষা নেই, নির্মম হত্যাকাণ্ড নিয়ে যাতে সরকার কোনো ধরণের রাজনীতি না করে তার জোরালো দাবি জানান তিনি। আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক সুলতান আহমেদ, সাইদুল হক, সুহেল আহমদ চৌধুরী, আফসার আহমেদ, মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কালো রাখি হাতে বেঁধে পথে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক এর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এখন পর্যন্ত কিনারা হয় নি। এর মাঝেই ১০ দিন অতিবাহিত। সেই অর্থে 'ব্রেক - থ্রু' তেমন কিছুই ঘটে নি। সর্বস্তরের মানুষ বিহিত চাইছেন। পথে নামছেন একের পর এক সংগঠন। দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব। সোচ্চার হয়ে পথে নেমেছেন। প্রতিবাদীদের ঢল রাজপথে। এই মুহূর্তে শিক্ষক সংগঠন 'শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ' রবিবার, রাখি পূর্ণিমার দিন "হাতে কালো রাখি" পরেই কলকাতার রাজপথে নেমেছে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দুপুর জমায়েত করেন তারা। এরপর বিক্ষোভ মিছিল আকারে সেটি ধর্মতলা পর্যন্ত যায়। এর পাশাপাশি রাখি পূর্ণিমার দিন রঙিন রাখি না পরে হাতেই কালো রাখি বা কালো ফিতে বেঁধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বলে জানান মঞ্চের সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী।

ব্রজেন্দ্র নগরে উদ্ধার হওয়া লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম) ১৯ আগস্ট (হি.স.) : গত ১৬ আগস্ট তারিখে বেলা ১১টায় করিমগঞ্জ থানার অন্তর্গত ব্রজেন্দ্রনগর শ্মশান কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অচিনাক্ত ব্যক্তির মৃতদেহ শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য আগামী ৭২ ঘণ্টা শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এরপর যদিও কোন ধরনের পরিচয় পাওয়া না যায় তাহলে বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে করিমগঞ্জ পৌরসভার সহযোগিতায় অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

করিমগঞ্জে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচয়পত্র, টিএলএম এবং স্কুল ব্যাগ বিতরণ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : সোমবার রাখীবন্ধন উৎসবের পবিত্র দিনে করিমগঞ্জ জেলাআয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে এনআরএসটিসি এবং আরএসটিসি-এর ২০২৪-২৫ বছরের শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র, টিএলএম এবং স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয়। একই সঙ্গে আজকের এই শিক্ষা সামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা জেলাআয়ুক্ত ও এডিসি মহাশয়ের হাতে রাখি পরিয়ে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করে। তারপর এনআরএসটিসি এবং আরএসটিসি-এর শিক্ষার্থীদের হাতে পরিচয়পত্র সহ শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জেলাআয়ুক্ত মৃদুল যাদব মহাশয়, শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিসি ধ্রুবজ্যোতি পাঠক, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার প্রিয়াঙ্কা ইয়ুমনাম সহ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকেরা।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রমে রাখী উৎসব

সিউড়ি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : টুপনি, সুশীলা, মিনতীরা আজ ফিরে গেল ছোট বেলার স্মৃতিতে। রাখী পূর্নিমার বিকালে রাখী নিয়ে এদের কাছে হাজির হয়েছিল সংস্কার ভারতী।

ওরা সকলেও আজ বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দা। কারও বাড়ি নেই। নিজ জন নেই। কেউ অন্যের বাড়িতে রান্না করতো, কেউ বা গৃহ পরিচারিকার কাজ করতো। বয়সের ভারে আজ কাজ করার শক্তি নেই। পরিবারের আপন বলতে আর কেউ নেই। তাই অগত্যা এরা চরম অবহেলায়, অযত্নে, উপেক্ষায় দিন কাটত ।কিন্তু সিউড়ি ১ নং ব্লকের কড়িধ্যা পঞ্চায়েতের শালবনী জঙ্গল লাগোয়া মাঠের মাঝে গড়ে উঠেছে একটি বৃদ্ধাশ্রম। নাম ছবিলা স্বপ্নপুরী বৃদ্ধাশ্রম। সেখানেই এখন ২১ জন পুরুষ মহিলার আবাস স্থল। সেই বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিক দের রাখী পড়িয়ে দেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথের গান - বাংলার মাটি বাংলা জল, বাংলার বায়ু বাংলা ফল গান গাইতে গাইতে রাখী পড়িয়ে দিলেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা ।তাদের শুধু রাখী পড়িয়ে মিষ্টি মুখই নয়। পড়ন্ত বিকালে আবাসিক দের সামনে গান বাজনার মাধ্যমে অনেকেই ছোট বেলার স্মৃতি তে ডুব দিলেন। মিনতী ব্যানার্জি। এক সময় পাকাপাকি ভাবে থাকতেন দুর্গাপুর। এখন ঠিকানা এই বৃদ্ধাশ্রম। সংস্কার ভারতীর শিল্পী দের ধন ধান্য পুষ্প ভরা গান গাইলেন মাইক হাতে। অনুষ্ঠান শেষে। মিনতী দেবী বলেন, 'দীর্ঘ দিন পরে আবার আমার হাতে কেউ রাখী পড়িয়ে দিল। ছোট বেলার কত কথা মনে পড়ে গেল। গান গাইলাম প্রান খুলে।'

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, নৃত্য গান, গল্প পাঠে আনন্দ পেল প্রবীন রা। মহঃ বাজারের টুপনী মুর্মু, সুশীলা কেঁ ডা আদিবাসী ভাষায় গান গাইলো। তারা বলে উঠলো, 'ছোট বেলায় গ্রামে বাঁধনা পরবে এই সব গান গাইতাম।' সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলা সমিতির সম্পাদক সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা বৃদ্ধাশ্রমের মা দের সঙ্গে রাখী পূর্নিমার বিকেল টা কাটাতে পেরে নিজেদের কে ধন্য মনে করছি।'বৃদ্ধাশ্রমের উদ্যোক্তা ছবিলা খাতুন বলেন,' আমাদের আশ্রমের মায়েরা আজ বিশেষ দিনে রাখী পড়তে পারলো এটাই সব চেয়ে আনন্দের কথা। ওদের মুখে হাসি দেখতে পেয়ে মন টা ভরে উঠেছে। ' এছাড়াও সিউড়ি শহরের বিশিষ্ট শিল্পী দের বাড়ি তে গিয়ে রাখী পড়িয়ে দেয় সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা।

কলেজ-প্রধানদের ছ'দফা নির্দেশ অধ্যক্ষ পরিষদের

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) আর জি কর-কান্ডের নিন্দা করে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের অধ্যক্ষদের ছ'দফা নির্দেশ দিল অধ্যক্ষ পরিষদ। সোমবার এ ব্যাপারে পরিষদের তরফে নির্দেশিকা পাঠানো হয়। বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে তৈরি সারা বাংলা অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি পূর্ণচন্দ্র মাইতি সংগঠনের সদস্যদের জানিয়েছেন, "আর জি কর হাসপাতালে এক মহিলা শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে যে নিন্দনীয় ও বর্বরোচিত ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে তার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে একটি দ্রুত ও সামগ্রিক তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অপরাধীদের এবং তাদের যারা সাহায্য এবং প্ররোচিত করেছে, তাদেরসবচেয়ে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। যাতে সেটি ভবিষ্যতে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের বাধা হিসাবে কাজ করে।

এবিপিসি-এর সভাপতি হিসাবে, আমি আমার সহকর্মী অধ্যক্ষ, প্রশাসক এবং বন্ধুদের অনুরোধ করছি অবিলম্বে নিম্নোক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাতে হবে: ১) কলেজের শ্রেনিকক্ষ, অফিস, পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, ভাঁড়ার ঘর, বিশ্রাম কক্ষ ইত্যাদি এবং যাতায়তের সাধারণ জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন। ২) সিসিটিভি ক্যামেরার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিদিন তদারকি। ৩) কলেজের সময়ের ঠিক পরেই ক্লাসরুম বন্ধ এবং তালা দেওয়া। ৪) ক্লাস শেষ হওয়ার পর অযথা ঘোরাঘুরি বন্ধ নিশ্চিত করা। ৫) সম্ভব হলে পুরুষ নিরাপত্তা কর্মীদের সমান অনুপাতে মহিলা নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ। ৬) ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে সমস্ত কর্মী এবং ছাত্রদের বিশেষ করে ছাত্রী ও মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উত্তম ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীলতা এবং আত্মরক্ষামূলক কর্মশালাসহ সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়।

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: সচিবালয়ে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে এইচআইভি/এইডস মোকাবেলায় অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা।

রাজ্যে এইচআইভি এইডস মারাত্মক আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। এই ভয়ংকর প্রবণতা রোধ করতে এবং ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটি হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে। কিন্তু পরিস্থিতি মোকাবেলা করার রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

এজন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো প্রত্যেকের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা। মানুষকে সচেতন করা না গেলে এই ভয়ংকর প্রবণতা প্রতিহত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যুবসমাজ ও স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এইচআইভি এবং এইডস মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এসব বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যেই সচিবালয়ে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি তরফ থেকে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সকলের জন্য মান সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা এবং সহায়তা পরিষেবা নিশ্চিত করতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস শেষ করার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'রাজা - পাট' নিয়ে নতুন গান, কাঁচা বাদাম খ্যাত শিল্পীর সুর ফের ভাইরাল

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : ফের ভাইরাল ভুবন বাদ্যকারের বাদামের পর পাট নিয়ে গান। ঘটনাচক্রে বাদাম ছেড়ে তিনি এখন পাট বীজ নিয়ে মেতে রয়েছেন। অর্থকরী ফসল নিঃসন্দেহে। আসল ঘটনা তাঁর মুখেই তবে শোনা যাক। পাট শিল্প পুনরুজীবিত করতে এবং পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়াতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছে নুজিভিডু সিডস। তাদের তৈরি রাজা পাট এর বীজ, পাট চাষ ও পাটের উৎপাদনে বিরাট সাফল্য আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে দাবি পাটচাষীদের। এই সাফল্যে এবার রাজা পাট নিয়ে গান বাঁধলেন কাঁচা বাদাম খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বীরভূমের ভুবন বাদ্যকার। রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার পাটিকাবাড়ি এলাকায় রাজা পাটের চাষ নিয়ে একটি মেগা ফিল্ড ডে এর উদ্বোধন করে রাজা পাটের সাফল্য নিয়ে তাঁর রচিত নতুন গান গেয়ে শোনান এলাকার কৃষকদের।ইতিমধ্যে সেই গান ইউটিউবে ভাইরাল হতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে ভুবনবাবু বলেন, 'প্রথম জীবনে তিনি চাষের কাজ করতেন। পরে কাঁচা বাদাম বিক্রি শুরু করেন।' তিনি মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই রাজা পাটের একচেটিয়া পাট চাষ দেখে অভিভূত। রাজা পাট উৎপাদনকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পাট একর প্রতি অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে চাষীদের। পাটের লম্বা আঁশ এবং অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে এর একর প্রতি বাড়তি নূন্যতম দুই কুইন্টাল উৎপাদন বেশি হওয়ার ফলে তা সম্ভব হয়েছে। এদিকে, সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে যে, রাজা এন জে ৭০০৫ পাটের একটি নতুন প্রজাতি। যা ২০২০ সালে প্রবর্তনের পর থেকে পাট চাষে পরিবর্তন এনেছে। এই চাষে খরচও কম। সঙ্গে পাওয়া যায় উচ্চ ফলন, উচ্চতর গুণমানের তন্তু এবং বর্ধিত লাভের সুযোগ। যে সমস্ত কৃষক রাজা পাট চাষ করেছেন সংশ্লিষ্ট চাষিরা জানিয়েছেন, আগের চেয়ে তাদের লাভের পরিমাণ বেড়েছে। এই বীজ চাষ করে তারা খুশি। ভবিষ্যতেও এই রাজা পাট মার্কা বীজেই চাষ করতে চান তাদের সকলে। জনৈক পাট চাষী সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস বলেন, রাজা পাট চাষ করে কিভাবে তাদের পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরেছে সেই কাহিনী। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এই পাট দু''ফুট বেশি লম্বা অর্থাৎ বেশি ফলন, মোটা ছাল যা ফলন এবং তন্তুর গুণমান বাড়ায়। এই অনুষ্ঠানে পাট চাষের এই নতুন দিগন্ত গানে গানে চাষিদের কাছে তুলে ধরেন কাঁচাবাদাম খ্যাত শিল্পী ভুবন বাদ্যকার। তিনি এই অনুষ্ঠানে উৎসাহ দান ও কৃষকদের যুগান্তকারী "রাজা মার্কা" পাট বীজ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

দুর্গাপুরে বন্ধ ঘরে প্রৌঢ়ার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার, বাড়িতে মজুত বস্তা বস্তা খালি মদের বোতল

দুর্গাপুর, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : বন্ধ ঘরে প্রৌঢ়ার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার। বাড়িতে মজুত বস্তা বস্তা খালি মদের বোতল। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর ২২ নং ওয়ার্ড সিটি সেন্টারের সেল কো-অপারেটিভের ডিরোজিও পথ এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কল্যান ব্যানার্জী(৫৮), ডিএসপির ঠিকাশ্রমিক। দুর্গাপুর সেল কো-অপারেটিভের ৮/৩ ডিরোজিও পথের বাসিন্দা। বিবাহিত হলেও বাড়িতে একাকি থাকতেন। বাবা- মা হাওড়ার বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত ৪-৫ দিন ধরে এলাকায় সেভাবে দেখা যায়নি। সকালে ওই বাড়ি থেকে পচা দুর্গন্ধ আসছিল। তারপর দরজা থেকে ডাকাডাকি করার পরও কোনও সাড়া না পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। বাড়ির বাথরুমের ভেতর থেকে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রতিবেশী উজ্জ্বল ব্যানার্জী বলেন,' সকালে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। আমরা কল্যাণবাবুকে অনেক ডাকাডাকি করি। কিন্তু কোনও সাড়া পাইনি। তারপরই খবর দেওয়া হয় থানায়। ওনার বাবা- মাকে খবর দেওয়া হয়েছে।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিধায়ক সুশান্ত দেবকে রাখী পড়ালেন মহিলা মোর্চার নেত্রীরা

● আটের পাতার পর

ভৌমিক, ভাবনা দেবনাথ,অতসী দাস, রিমি ঘোষ, রুপালি দে, সোমা সাহা প্রমূখ।

এরপর বিজেপির বিশালগড় মণ্ডল কার্যালয়ে বিজেপি কার্যকর্তাদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা। এরপর সীমান্তে নিরাপত্তার বিএসএফ এর কাজে যুক্ত জওয়ানদের রাখি পরিয়ে দেন তারা। বৃষ্টির কারণে এবছর মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা সার্বজনীনভাবে রাস্তায় বেরিয়ে রাখি পড়াতে পারেননি।

বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের

● আটের পাতার পর

করেছে। ২০২০ সাল থেকে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর স্মৃতি পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মণ বলেন, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নুতন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। এটাই ছিল মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মূল দৃষ্টিভঙ্গী। ত্রিপুরা রাজ্যে অগ্রগতির মূল শক্তি রাজ্যের আগামী প্রজন্ম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড় সৌরিশ দেববর্মা। তিনি মহারাজা বীরবিক্রমের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী।

নারী নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার

● প্রথম পাতার পর

আমরা দ্রুততার সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। আমাদের বোনেরা খুশি থাকলে সেটা আমাদের সকলের জন্য মঙ্গল। আমরা সর্বদা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা (মাদকমুক্ত ত্রিপুরা) গড়ে তোলার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছি। এর পাশাপাশি এখন আমাদের অবশ্যই হিংসা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে, যাতে মানুষ নির্ভয়ে কাজ করতে পারে এবং অবাধে চলাফেরা করতে পারে। বর্তমানে রাজ্যে অপরাধের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ডেঙ্গুতে যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছিলেন। আজ সোমবার সকালে জিবি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের ১০ বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক এক

● প্রথম পাতার পর

মজুত রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকার ইব্রাহিম মিয়া আমতলী থানার পুলিশ এবং ৪২ নং ব্যাটালিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়েছে। তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪ টি ব্রাউন সুগারের কৌটা, একটি মোবাইল এবং নগদ ৪০০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, বাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত ইব্রাহিম মিয়ার বিরুদ্ধে এন ডি পি এস মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। আজ দুপুরে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য এক লক্ষাধিক টাকা হবে।

এস ডি পি ও শংকর চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, যুব সমাজ থেকে ফিরিয়ে আনতে পুলিশ বিশেষভাবে সক্রিয় রয়েছে এবং এই ধরনের অভিযান পুলিশ সব সময় জারি রাখবে। পুলিশের ধারণা অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসা করলে নেশা ব্যবসার মূল মাস্টারমাইনদের চিহ্নিত করে আটক করা সম্ভব হবে।

বোনদের সুরক্ষা দেওয়ার

● প্রথম পাতার পর

জানিয়ে বলেন, আমাদের মূল্যবোধ ও চেতনার জাগরণ ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, রাখি বন্ধন এমন একটা উৎসব যেখানে সকল ভাইদেরকে বোনেদের সুরক্ষার প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। বোনেরা ভাইয়েদের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাফল্য, সুস্থতা ও সুখী জীবনের জন্য প্রার্থনা করেন। অসাম্য অবিচাররের বিরুদ্ধে লড়াই করার ও ক্লিষ্ট মানুষদেরকে রক্ষা করার জন্য শক্তি ও সাহস পাওয়ার জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত।

রাজ্যপাল বলেন, "এই পরিস্থিতিতে আসুন আমরা এমন একটি সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করি, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহানুভূতিশীল এবং ন্যায়সঙ্গত হবে। এমন একটি সমাজ, যেখানে মহিলাদের সঙ্গে মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে আচরণ করা হয়। যেখানে মহিলাদের সমান সুযোগ থাকবে এবং যেখানে তাঁরা সহিংসতা বা বৈষম্যের কোনরকম ভয় ছাড়াই বাঁচতে পারবেন।"

একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষা, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার গুরুত্বকেও স্বীকার করার আহ্বান জানিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, আসুন আমরা এমন একটি বিশ্ব তৈরি করতে একসাথে কাজ করি, যেখানে প্রত্যেকেরই মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সুযোগ রয়েছে। এই পৃথিবীকে সকলের জন্য আরও উত্তম বাসস্থানে পরিণত করার আহ্বান জানান রাজ্যপাল।

মোদী ও শাহের শ্রদ্ধাঞ্জলি

● প্রথম পাতার পর

বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য তার কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সম্মানিত। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এদিকে আজ সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেন, আমার মা এবং আমি উভয়েই মহারাজা বীর বিক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আদিবাসী আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য একাধিকবার আপনার অফিসে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আমার মা বেনারসের ত্রিপুরা ঘাট সম্পর্কে আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে কিছু সময় দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে, ত্রিপুরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর জিকে তাঁর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সামাজিক মাধ্যমে তিনি মহারাজা বীর বিক্রমকে ত্রিপুরার স্থপতি" হিসাবে সম্মানিত, করেছেন। মহারাজা জি একজন দূরদর্শী শাসক ছিলেন যিনি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং জনগণের অধিকার সুরক্ষিত করেছিলেন। আমরা তার স্বপ্ন পূরণে সর্বদা।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন

● প্রথম পাতার পর

কাঞ্চনপুরে ১১ এমএম, কদমতলায় ২৪ এমএম এবং নতুনবাজার ৭৩.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৫৫ এমএম এবং কৈলাসহরে ১১ এমএম, কুমারঘাটে ১৯.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ৪.৬ এমএম, কমলপুরে ১১ এমএম এবং মনুঘাটে ৪.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

টানা বৃষ্টিপাতে বৈরাগীর দোকান থেকে করবুক যাওয়ার রাস্তায় বড় একটি গাছ ভূপাতিত হয়েছে। তাতে রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে প্রশাসন।

আজ সকাল থেকে ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অবিরাম বর্ষনে বৈরাগীর দোকান থেকে করবুক যাওয়ার রাস্তায় বড় একটি গাছ ভূপাতিত হয়েছে ।এদিকে ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে করবুক মহকুমা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সদস্যরা ও বন দপ্তরের আধিকারিরা। দ্রুততার সহিত রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে।

টানা বর্ষণে রাজধানীর বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। পাম্প গুলি সচল থাকায় শহরের জলমগ্ন এলাকা থেকে দ্রুত জল সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছেন আজ সকাল থেকে প্রবল বর্ষণে আগরতলার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্যারাডাইস চৌমুহনী, গনরাজ চৌমুহনী, বনমালী পুর ওরিয়েন্ট চৌমুহনী সহ বিভিন্ন এলাকা জল মগ্ন হয়ে পড়ে। তিনি জানান জল নিষ্কাশনের জন্য পুর নিগমের সমস্ত পাম্প গুলি একসঙ্গে কাজ করছে। বর্তমানে কাটাখাল সহ বিভিন্ন এলাকায় মোট ১৮ টি পাম্প কাজ করছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান সর্বত্র জল নামতে শুরু করেছে। বিদ্যুতের কারণে মাঝে মাঝে পাম্প গুলি চালুর ক্ষেত্রে কিছু বিঘ্ন ঘটছে। তবে বর্তমানে সবগুলো পাম্প কাজ করছে বলে তিনি জানান। শ্রী মজুমদার আরো জানান আগরতলা শহরে যে জল হয়েছে তা সবটাই বৃষ্টির জল। তবে রেশম বাগান এলাকায় রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। হাওড়া নদীর জলে রেশম বাগান এলাকা জলমগ্ন হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন আগে আগরতলা শহরে বৃষ্টির জমাকৃত জল দীর্ঘক্ষণ থাকতো। এতে দুর্ভোগের শেষ ছিল না। বর্তমানে শহরের জমাকৃত জল খুব দ্রুত নেমে যায় বলে শ্রী মজুমদার জানান।।

অঙ্গন

রাজ্যস্তরীয় স্কুল গেমসের জন্য জেলা দলগুলোর প্রস্তুতি তুঙ্গে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জেলা দলগুলোর এখন প্রশিক্ষণের পালা। হাতে আর মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি। দিনভর বৃষ্টি স্কুল পড়ুয়া খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণ পর্বে কিছুটা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। যে মহকুমা গুলিতে রাজ্য স্কুল আসর বসবে সেখানকার অর্গানাইজিং কমিটির কর্মকর্তারা কিন্তু এখন জোর প্রস্তুতিতে রয়েছেন। আগামী ২৭ থেকে ২৯ আগস্ট রাজ্যভিত্তিক স্কুল আসর অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ করে ধলাই জেলার আমবাসাতে ব্যাডমিন্টন, বিলোনিয়াতে কাবাডি এবং এনএসআরসিসি-তে টেবিল টেনিসের রাজ্য আসর অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে এই তিনটি ইভেন্টে ইতোমধ্যে সিলেকশন ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে পশ্চিম জেলা দল গঠন করা হয়েছে। কাবাডি ইভেন্টে বালকদের বিভাগে রয়েছে আলামিন মিয়া, শুভজিৎ দেবনাথ, সাহিল কুমার, গৌরব পাল, অমিত দাস, জয় দেবনাথ, সায়ন সরকার ও বিশ্বনাথ সাহা।

বালিকাদের বিভাগে: সহেলী ত্রিপুরা, পায়েল দাস, সোনিয়া পারভীন, শিবানী সরকার, অর্শিতা নমঃ, চামথাই দেববর্মা, নিশা দেববর্মা, মুক্তশ্রী দেববর্মা ও সুরভী সরকার। টেবিল টেনিস ইভেন্টে বালকদের বিভাগে রয়েছে: শুভ্রায়ু রায়, রিষান দাস, সৌভিক সিংহ, জিশাক দাস, দিগন্ত দেবনাথ, দেবার্ঘ আইচ, দেবার্পন কুন্ডু, শৈজাক দেববর্মা, স্বপ্নীল রায়, প্রমিশ দাস। বালিকাদের বিভাগে অঙ্গনা ব্যানার্জি, শবরী রায় বর্মন, স্নেহা সরকার, শ্রেয়সী রায়, এলিনা খান, অনামিকা দেবনাথ, জেনি রায়, নেহা দাস, এশা দে। ব্যাডমিন্টন ইভেন্টে বালক বিভাগে: মনীষ সূত্রধর, আয়ুস রায়, যীষ্ণু দেবনাথ, দেবপ্রিয় দেবনাথ, উজ্জয়ন্ত দে, এলেক্স দেববর্মা, প্রতীক দাস, স্বরূপ চক্রবর্তী, রুপম সিনহা, শতদ্রু বণিক। বালিকাদের বিভাগে অদ্রিজা দে, অঙ্কিতা ভৌমিক, নম্রতা কর্মকার, দীপশিখা দাস, রেশমিতা দাস, ইশা ভৌমিক ও অপ্সরা দাস। উল্লেখ্য ২৭ আগস্ট খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতার স্থলে রিপোর্ট করবে।

কমলপুরে অনুর্ধ ১৪ ও ১৭ বালিকাদের জেলা ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত ২০২৪ -- ২০২৫ সালের পার্ট টু ফুটবল প্রতিযোগিতার বাছাই পর্বের জন্য সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় প্রচন্ড বৃষ্টিতে কমলপুরের মায়াছড়ি বিপ্লবী বিরসা মুন্ডা ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় জেলা ভিত্তিক আসর।

রাজ্যের ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ধলাই জেলা ভিত্তিক অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৪ মেয়েদের বাছাই পর্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এদিন।

অনুষ্ঠানে স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পতাকা উত্তোলন করে উদ্বোধন করেন মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সব্যসাচী গোয়ালা। তিনি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার স্পোর্টস বিভাগের সহ অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ, শারিরীক শিক্ষক শ্রীজিৎ বৈদ্য সহ বিশিষ্ট জনেরা।

এরপর অতিথিরা খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হয়।ধলাই জেলা অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৪ মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতার বাছাই পর্বে জেলার গন্ডাছড়া, আমবাসা ও কমলপুর মেয়েরা অংশ নেয়। ধলাই জেলার অনূর্ধ ১৭ মেয়েদের ফুটবলের জন্য ১৬ জন এবং অনূর্ধ ১৪ মেয়েদের ফুটবল টিমের জন্য ১৬ জন করে বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

আগামীকাল মঙ্গলবার ধলাই জেলার অনূর্ধ ১৭ মেয়েদের বাছাই করা ১৬ জনের ফুটবল টিম ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতিযোগিতায় নামবে।

অনূর্ধ ১৪ বাছাই করা মেয়েদের ১৬ জনের টিম সিপাহীজলা জেলার জম্পুই জেলার স্কুল মাঠে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করবে।

রাখাল শীল্ডের দুটি কোয়ার্টার ফাইনালে আজ বীরেন্দ্র-লালবাহাদুর, জুয়েলস-পুলিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাখাল শীল্ডের দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী বীরেন্দ্র ক্লাব বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি আজ, সোমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। বৃষ্টি জনিত কারণে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সোমবারের ম্যাচটি স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামীকাল বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামেই নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী জুয়েলস এসোসিয়েশন বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে অপর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

দুটি ম্যাচের বিজয়ী দুই দল সেমিফাইনালে উন্নীত হবে। বীরেন্দ্র-লালবাহাদুর ম্যাচের বিজয়ী দল আগামী ২২ আগস্ট প্রথম সেমিফাইনালে এগিয়ে চলো সংঘের মুখোমুখি হবে। এছাড়া, জুয়েলস-পুলিশ ম্যাচের বিজয়ী দল ২৩ আগস্ট, শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে।

ফাইনাল ম্যাচ হবে ২৬ আগস্ট সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামেই। উল্লেখ্য, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাব দুই-এক গোলের ব্যবধানে নাইন বুলেটস কে, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ন্যূনতম গোলে টাউন ক্লাব কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এছাড়া, জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন ৪-১ গোলের ব্যবধানে ত্রিবেণী সংঘ কে এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ন্যূনতম গোলে ব্লাডমাউথ ক্লাবকে নক আউট করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

অনলাইনে টাকা রোজগারের আশায় প্রতারিত কোলাঘাটের এক ফুটবলার

কোলাঘাট, ১৯ আগস্ট (হি.স.): অনলাইন প্লাটফর্মে বেশি উপার্জনের আশায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খোয়ালেন কোলাঘাটের এক প্রতিভাবান ফুটবলার। অভিযোগ, প্রতারকেরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতারণার ফাঁদ পেতে অনলাইন ট্রেডিংয়ে অল্প সময়ে স্বল্প বিনিয়োগে বিপুল মুনাফার টোপ দেয়। দীর্ঘদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকা এই প্রতারকদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে সর্বশ্রান্ত হয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের ওই যুবক।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোলাঘাটের মেশোড়া এলাকার বাসিন্দা সৌরভ সামন্ত। ইতিমধ্যেই ওই যুবক কলকাতার একটি ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলা শুরু করেছিল। এমন অবস্থায় চলতি মাসের শুরুতেই টেলিগ্রাম মারফত তার কাছে একটি লিংক আসে। যেখানে অনলাইন ট্রেডিং এর নামে বিনিয়োগের প্রতারণার খপ্পরে পড়ে একদিনেই ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৪৩ টাকা প্রতারণা শিকার হন তিনি। এক্ষেত্রে গত ৮ আগস্ট চার দফায় তার কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, প্রথম পর্যায়ে এক হাজার টাকা বিনিয়োগ করেই কিছুক্ষনের মধ্যে ২৩১৮ টাকা প্রফিটের প্রলোভন দেখিয়ে শুরু হয় প্রতারণার গল্প। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ এই টাকা বিনিয়োগ করেও ফেরত না পেয়ে প্রতারিত হয়েছেন বলে বুঝতে পারেন তিনি। এমন অবস্থায় প্রতারিত হয়েছেন বুঝে অবশেষে ওই যুবক সাইবার থানার দ্বারস্থ হন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। ত্রিপুরাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। তাঁর জীবন দর্শণ ও উন্নয়নশীল চিন্তাধারাকে আগামী প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে পারলেই মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিবস উদযাপনের স্বার্থকতা থাকবে। রাজ্যের এমন কোন স্থান নেই সেখানে বীরবিক্রমের স্মৃতি জড়িত নেই। তিনি ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। আজ আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৬ তম জন্মবার্ষিকীর উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপস্থিত অতিথিগণ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিকা বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রের বিকাশে ও ত্রিপুরার গৌরবময় সংস্কৃতি সংরক্ষনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াকে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর স্মৃতি পুরস্কার-২০২৪ প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা পুরস্কার স্বরূপ বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার হাতে পুষ্পস্তবক, শাল, মানপত্র, স্মারক ও ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরাকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মূলত এই উদ্দেশ্যেই মহারাজা বহুবার বিশ্বভ্রমন করেন। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা বাস্তবায়িত করতে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান বই লিখে গেছেন। যা সমাজকে এখনও সমৃদ্ধ করে। মহারাজা বীরবিক্রম আগরতলায় বিমান বন্দর স্থাপন করেছিলেন। যা বর্তমান সরকার মহারাজার প্রতি সম্মান জানিয়ে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য ভূমি সংস্কার আইন বলবৎ করেছিলেন। তিনিই প্রথম জনজাতিদের জুম চাষের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাসে উৎসাহিত করেন। তিনি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরার রাজ পরিবারের প্রকৃত মূল্যায়ণ করেছে। বর্তমান সরকার রাজ পরিবার এবং জনজাতিদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে এসে আগরতলা বিমনবন্দরে মহারাজার পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন। আগরতলা শহরের প্রাণ কেন্দ্র কামান চৌমুহনী সংলগ্ন মহারাজা বীরবিক্রম চৌমুহনীর জিরো পয়েন্টে মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের বর্তমান সরকারই রাজ্যের জনজাতিদের প্রকৃত সম্মান দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার জনজাতিদের উন্নয়নে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার ইতিহাসকে সম্মান দিতে জানে। যা বিগত দিনে লক্ষ্য করা যেতনা। তিনি বলেন, রাজ্যের জনজাতি ছেলেমেয়েদের মেধার অভাব নেই। তারা তাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ছিলেন প্রথম রাজ পরিবারের সদস্য যিনি রাজ পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেন। মহারাজা বীর বিক্রম শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর জন্মদিনকে সরকারি ছুটি ঘোষণা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নব দিগন্ত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রাখি বন্ধন দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। সোমবার সকাল থেকেই রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা রাখি বন্ধন উৎসবে মেতে উঠেছে। আগরতলা শহরের নব দিগন্ত এ বছর তাদের ২১তম রাখি বন্ধন উৎসব পালন করে।

২১তম রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থা। এদিন পথ চলতি সাধারণ মানুষ সহ হিন্দু মুসলিম বুদ্ধ খ্রিস্টান সবাইকে রাখি পরিয়ে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন নব দিগন্ত সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তারা। এ ধরনের উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ সকল অংশের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে বলে উদ্যোক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রাখি বন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বীর বিক্রমের জন্মদিন উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। যথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন পালন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিন সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের হাত ধরেই ত্রিপুরায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল। তাই আজও তাঁর অবদান রাজ্যবাসী ভুলে নি। তাঁর কথায়, জাতি জনজাতিদের মধ্যে শান্তি সাম্প্রতিক বজায় রাখতে তাঁর অবদান আজও প্রসঙ্গিক।

বিধায়ক সুশান্ত দেবকে রাখী পড়ালেন মহিলা মোর্চার নেত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ আগস্ট ।। বিশালগড় মন্ডল কমিটির উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। সোমবার সকালে মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেবের হাতে রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্যা সুমিত্রা দাস, বিশালগড় মন্ডলের মহিলা মোর্চার কার্যকর্তা স্মৃতি দেবনাথ, মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা সুমনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাজার চিন্তাধারাকে রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিজেপির লক্ষ্য ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের চিন্তাধারাকে রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়াই বিজেপি সরকারের মূল লক্ষ্য। আজ মহারাজার জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। আজ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৬ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা, প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।এদিন রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার ছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। আজ ১১৬ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে।এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নে তিনি নিরন্তর কাজ করে গিয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব কাজ করে গিয়েছেন তিনি। মহারাজার চিন্তাধারাকে রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়াই বিজেপি সরকারের মূল লক্ষ্য বলে তিনি।

রাজ্যজুড়ে বীর বিক্রমের জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, তেলিয়ামুড়া, ধর্মনগর, ১৯ আগস্ট: সোমবার শতদল সংঘে রাখি বন্ধন উৎসব ও ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৬ তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

সোমবার আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৬তম জন্ম জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানালো আগরতলার আশ্রম চৌমুহনী শতদল সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে।

এদিন অনুষ্ঠানকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কর্মকর্তারা বলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ছিলেন ত্রিপুরার রূপকার। বর্তমানে আগরতলা শহর বীর বিক্রম কিশোর মানিকের অবদান বলেও তারা উল্লেখ করেন।এছাড়া ক্লাবের পক্ষ থেকে রাখি বন্ধন উৎসব উদযাপন করা হয়।উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সম্পাদক অধীর দেবনাথ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক রানা ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ত্রিপুরা সরকার এর উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের সহযোগিতায় খোয়াই জেলাভিত্তিক আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৬ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপিত হয় যথাযথ মর্যাদায়।

সোমবার তেলিয়ামুড়া টাউন হল তথা চিত্রঙ্গদা কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বৃক্ষে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ বনিক, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অফিসের ডি সি এম বিশ্বজিৎ মজুমদার, তেলিয়ামুড়া কালচারেল এবং যুব বিভাগের সভাপতি (তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের) অচিন্ত ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক মিঠন দত্ত সহ অন্যান্যরা। গোটা অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়।

এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সকাল ৯টায় মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী দের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী দের নিয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর এর জীবন নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার বীর বিক্রম এর জীবন এবং উনার চিন্তা ধারা সহ ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা, শিল্প স্তাপত্ব, এবং পর্যটন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সরকারের দ্বারা মহারাজার প্রতি প্রকৃত সম্মানের কথাও উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে একটি তথ্য চিত্র তুলে ধরা হয়, যা উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী দের আকৃষ্ঠ করে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্র ছাত্রী , শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন অংশের শ্রোতা দর্শকের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১৬তম জন্মদিন উৎসব ধর্মনগরে মহা ধুমধামে পালিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উত্তর জেলা শিক্ষা অধিকারীক সুখময় নাথ, পুর পরিষদের কাউন্সিলর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উ সকাল ৯টার সময় ধর্মনগরের রাজবাড়িতে মহারাজার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বলেন ,কমিউনিস্ট পার্টির শাসনকালে মহারাজা বিক্রমের যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পরেই মহারাজাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে চলেছে এবং উনার জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জওয়ানদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসবে প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সীমান্ত এলাকায় দায়িত্বে নিয়োজিত বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে দিনটিকে উদযাপন করেন তিনি।এদিন আখাউড়া চেকপোস্ট এলাকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে তিনি বলেন, প্রতিবছরই দিনটি তিনি সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে পালন করে। ২০০৭ থেকে তিনি এই সীমান্ত রক্ষী বাহিনী জওয়ানদের রাখি পরিয়ে আসছেন। তারা প্রত্যেকেই বাড়ি-ঘর থেকে দূরে থাকে। তাই এ বিশেষ দিনে যেন তাদের একাকীত্ব অনুভব না হয় সেই জন্যেই তাদের সঙ্গে এই উৎসবের দিন উদযাপনে যান তিনি। এদিন সীমান্তে বিডিআর — দের হাতেও রাখি পরিয়ে দেন প্রতিমা ভৌমিক। এদিন সীমান্তে নিয়োজিত জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদের হাতে মিষ্টি তুলে দিয়ে তাদের রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভাই বোনের সম্পর্ককে অটুট রাখার বার্তা দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

টিএসইউ ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। আজ টিএসইউ ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এদিন দলীয় পতাকা ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে দলের নেতৃত্বরা।

আজ টিএসইউ-র রাজ্য সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা বলেন, ১৯৭৮ সালের ১৯ ও ২০ আগস্ট খোয়াই টাউন হলে ১৪জন কর্মীদের নিয়ে টিএসইউ-এর পথ চলা শুরু হয়েছিল। আজ ৪৭ বছর অতিক্রম করেছে টিএসইউ। তিনি বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশায় পরিনত হয়ে রয়েছে। বিজেপির ক্ষমতাধীন রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। রাজ্যের একাধিক স্কুল শিক্ষক স্বল্পতা ভুগছে। তাই আজ টিএসউই-র প্রতিষ্ঠা দিবসে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের নিকট শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের দাবি জানানো হচ্ছে।

রাখি বন্ধন উৎসব পালন করলেন বিএসএফ হেড কোয়াটারের জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বিএসএফ, আজ স্থানীয়দের সাথে ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার সালবাগানে রাখী বন্ধন উৎসব উদযাপন করেছে। বিএসএফ আধিকারিক, জওয়ান এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের বিভিন্ন এনজিও-এর মহিলারা সীমা প্রহরীদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করেন। মিষ্টি বিতরণ ও সবার মধ্যে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উপলক্ষে টিপিজেএ'র প্রদর্শনী পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।। প্রতি বছর ১৯ আগস্ট দিনটিকে গোটা পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উপলক্ষে পালন করা হয়। বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উপলক্ষে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে টেকনো ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন। এদিন ফিতা কেটে ও ক্যামেরায় ছবি তুলে এই প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা: মানিক সাহা।

এদিন উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সদস্যরা। এদিন গোটা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী এবং পরবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিপিজেএ'র এধরণের আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন, প্রদর্শনীর ছবি গুলি প্রশংসা যোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব আলোকচিত্র দিবসে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আলোকচিত্রীদের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পাশাপাশি, প্রদর্শনীতে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত আলোকচিত্রী দেবাশীষ বরুয়া ও সুশান্ত দাশের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তাবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে। প্রদর্শনীতে রাজ্যের চিত্র সাংবাদিকদের তোলা 'অকালবোধন' বিষয়ে ৭৬ টি ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

8th-6th page -2024 darpan print.pmd 2 20-08-2024, 02:02